NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এলপিজিতে
আতঙ্ক ছড়ালেই
কড়া ব্যবস্থা

পৃঃ ৩

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৬ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.03.2026, Vol.19, Issue No. 271, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় **১৬ লক্ষ** মহিলাকে প্রায় **৭৪০ কোটি টাকার** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে

৮৫ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় **৭০%** বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় **১২ লক্ষ** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় **১.২৫ কোটি** পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে; **১১.৫ লক্ষ** মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় **২২.৫ লক্ষেরও বেশি** কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় **২৭.৫ লক্ষ** মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 01101/13/0045/2526

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabhat Robert Kujur S/o. Collector Kujur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার পিতার নাম Collector Kujur-এর পরিবর্তে আমার মায়ের নাম Dorothy Kujur লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudipta Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Prosun Kumar Banerjee ও P Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯২২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Satyabati Debi W/o. Jaydeb Reddy, R/o. 1772, New Line, Ganges Jute Mill Colony, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের, বাঁশবেড়িয়া ব্রাঞ্চের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে (XXXX2165) আমার সঠিক নাম Satyabati Debi-এর পরিবর্তে Satya Bati লিপিবদ্ধ আছে। আমি Satyabati Debi & Satya Bati W/o. Jaydeb Reddy, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৪৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Alamgir S/o. Sk Kamaluddin ও Sekh Aalamgir S/o. Sekh Kamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Mallick S/o. Jabbar Mallick ও Sanjoy Mallick S/o. A J Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Gagan Chandra Kole S/o. Ashtu Chandra Kole ও Gagan Chandra Koley S/o. Ashtu Charan Koley & Gagan Ch Kole S/o. A. C. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **Vandana Kayan**, daughter of Late Chiranjlal Rajgarhia, wife of Pawan Kumar Kayan, residing at 49A/1, Tollygunge Circular Road, New Alipore, Kolkata-700053 have changed my name and shall henceforth be known as Vandana Devi Kayan as declared before the Notary Public Alipore Judges Court, Kolkata, West Bengal vide Affidavit no. 85 dated 20.02.2026. Vandana Kayan and Vandana Devi Kayan both are same and identical person.

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Kumar Pal S/o. Late Sushil Kumar Pal সাকিম ২নং গান্ধী কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (১৮৬ চুঁচুড়া বিধানসভা, অংশ নাম্বার ৪৮, ক্রমিক নাম্বার ৫৫৮, হুগলী, Epic no. WB/27/186/135535) আমার সঠিক নাম Susanta Kumar Pal S/o. Sushil Kumar Pal-এর পরিবর্তে Balai Pal S/o. Sushil Pal এবং বর্তমান ভোটার কার্ডে (Epic No. WOD 3228657) Sushant Kumar Pal, বর্তমান ভোটার লিস্টে Susanta Kumar Pal, আধার কার্ড ও রেশন কার্ডে Sushanta Kumar Pal, ড্রাইভিং লাইসেন্সে Susanta Kr. Pal S/o. Sushil Kr. Pal লিপিবদ্ধ আছে। আমি Susanta Kumar Pal S/o. Sushil Kumar Pal, Balai Pal S/o. Sushil Pal, Sushant Kumar Pal, Sushanta Kumar Pal ও Susanta Kr. Pal S/o. Sushil Kr. Pal একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Fazar Ali Mondal**, age 60 years, S/O Late Dil Mohammad Mondal, residing at Saradapally, Manikdanga Road, P.O.-Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Dist.-North 24 Parganas, Pin- 700111, W.B., do hereby declare that in my Aadhar Card (No. 357436878376), Voter Card (No.UWN2076263) & Pan Card (No. ESOPM3795Q) my name has been recorded correctly as **"Fazar Ali Mondal"** but in my 2002 voter list (Sl No. 722, Card No. WB20/135/654197) my name has been wrongly recorded as **"Fakir Ali Mondal"** S/O- Dil Mohammad Mondal. **"Fazar Ali Mondal"** S/o Dil Mohammad Mondal and **"Fakir Ali Mondal"** S/o Dil Mohammad Mondal are the same and one identical person through an affidavit (Sl. 133, Cort Paper no. 10AC 365005) 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 07.11.2025.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী অশোক সাহা, পিতা- মৃত ব্রজ বল্লভ সাহা, সাং- শ্রীনি মায়াপুর বর্ড লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, আমি গত ইং ১০/০৫/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১৪০৩/২০১৩ নং দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই ৫নং করঞ্জালি মৌজায় এল.আর. দাগ নং ৫৪৯৮, খতিয়ান নং ৩০৪৪৩ জমির পরিমান ১.৬৫ শতক। উক্ত স্বত্বের পক্ষে ০৬/০৬/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৬১৮/২০১৩ নং দলিল দ্বারা হাল সাং- গঙ্গাজলঘাটি, পোঃ ও থানা- বাঁকুড়া, জেলা- বাঁকুড়া, নিবাসী শ্রীমতি সোমা চ্যাটার্জী, স্বামী- নারায়ণ চন্দ্র চ্যাটার্জী কে ১.৬৫ শতক জমি বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ০৩/২০২৫

দরখাস্তকারী- শ্রী গৌতম কুমার নিয়োগী, পিতা -৺দিব্যেন্দু নিয়োগী, সাকিম - গড়বাটী, গুপ্তগলি, পোঃ-বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৫।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারী অত্র আদালতে স্বর্গীয় ৺কবিতা নিয়োগী (অবিবাহিত) পিতা- ৺দিব্যেন্দু নিয়োগী, সাং - গড়বাটী, গুপ্তগলি, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-এর অ্যাসেট - "TERM-DEPOSIT" Account no. 37789580794 and CIF No. 872820564-2 যাহা এস.বি.আই. বড়বাজার চন্দননগর ব্রাঞ্চে ১,২২,২৮৬/- (এক লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকা সার্টিফিকেট আছে উক্ত বিষয়ে ইন্ডিয়ান সাকসেশন এ্যাক্টের ৩৭২ ধারা অনুযায়ী সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য/আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা যথাযথ ভাবে কোন উকিলবাবুর দ্বারা আদালতে বক্তব্য দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে এবং দরখাস্তকারীর নামে "সাকসেশন সার্টিফিকেট ইস্যু" করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রীমতী নম্রতা সিং দুবে (উকিলবাবু)
আদালতের নির্দেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট, হুগলী
তাং - ১৫/০২/২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমাদের অন্যতম এক মক্কেল রাজেশ কুমার ভগত, ফ্ল্যাট নং কে-৫, পরিমাপ ৭২৫ বর্গফুট (এসবিএ), ৩য়তল, উত্তর-পূর্ব দিকে (পিছনের অংশে) ভবনের অবস্থিত মৌজা মামুদপুর, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ৭৮, সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি, কলকাতা- ৭০০০৩৪, ওয়ার্ড নং ১১৬, কেএমসি অধীন সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট মূল রেজিস্ট্রিকৃত প্রাক দলিল রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৯০৬৫১ থেকে ২৯০৬৯৬, দলিল নং ১৬০৭০৯১৪৬-২০১৯ সালের স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিলের স্থানান্তরিত/হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে নিউ আলিপুর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৭৪৮ তারিখ ১২.০৩.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিল/উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তির ৭ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
অফিস নং ২২৯, ৩য় তল, ডেল্টা হাউস,
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, (উত্তর), কলকাতা -৭০০০০১
এম : ৭৯৮০০৩২২৫৬/৯৯৩২২০৫৭৭১
ই-মেল - dasprabir.pd81@gmail.com
dasprabir82@gmail.com

CHANGE OF NAME

I, Anant Kumar Agarwal, son of Basukinath Lachchiramka residing at Block -1 ,Flat 3C Jiva Homes, 3rd Floor, Kolkata - 700015 P.S. - Tangra,Police Station, Dist. - Kolkata, do hereby declare that my name is recorded as Anant Agarwal instead of Anant Kumar Agarwal in certain records. My correct and actual name is Anant Kumar Agarwal, as declared before the Notary Public, Bhansal Court, Kolkata, vide affidavit No. 94AB 449932 dated 09.03.2026.Anant Kumar Agarwal and Anant Agarwal are one and the same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anant Agarwal, son of Sri Basukinath Lachchiramka, residing at FE 237, Salt Lake City, Sector III, 2nd Floor, Kolkata - 700106, West Bengal, do hereby declare that the name of my daughter has been changed from Avni Agarwal to Sanskriti Agarwal, as declared before the Ld. Executive Magistrate, Sealdah, vide affidavit No. 09AA 335767 dated 22.06.2010. Avni Agarwal and Sanskriti Agarwal are one and the same person.

Change of Name

I, **ASHMITA MITRA** W/o SANTANU **MITRA** & D/o **AMULYA ROY,** R/o at Flat No.-B/5/9, Shyam Vatica apartment, Jhapetapur, Ward No- 28, P.O.- Kharagpur, P.S.-KGP (T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721301, W.B. shall henceforth be known as **ASHMITA ROY** W/o **SANTANU MITRA** & D/o **AMULYA ROY** as declared In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur vide affidavit no.-3685, dated 11/03/2026. **ASHMITA MITRA** and **ASHMITA ROY** both are same and identical person.

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী সৌরভ সাহা, পিতা- মৃত দুলাল সাহা, সাং- ৩/৩৩, বিজয় এনক্লেভ পশ্চিম, পোঃ- ডি বিজয় এনক্লেভ, পালাম, থানা- বিনোদপুরি, জেলা- পশ্চিম দিল্লী, পিন- ১১০০৪৫। আমি গত ইং ১২/০৭/২০২৪ তারিখের ডি.এস.আর. নাজিয়াবাদ অফিসের রেজিস্ট্রীকৃত ৫৯৬/২০২৪ নং দলিল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হই ৪নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল.আর. দাগ নং ১৪১৮, খতিয়ান নং ২২৫৯০, জমির পরিমান ০.৬৫৮ শতক। উক্ত স্বত্বের পক্ষে ২৩/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২৩৬৯/২০২৪ নং দলিল দ্বারা হাল সাং মাথাপুর রোড, কপালীপাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসী শ্রী উত্তম সাহা, পিতা-মৃত সুধীর সাহা কে ০.২৫ শতক জমি বিক্রয় করি। আগামী দিনে উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

PUBLIC NOTICE

I, Annesa Dhar, daughter of Asish Kumar Dhar, residing at Sailesh Nagar Doharia, Madhyamgram(M), North 24 Parganas, West Bengal - 700132, have changed my name and shall henceforth be known as Annesha Dhar as declared before the Notary Public, Bidhannagar Sub-Division. North 24 Parganas, West Bengal, Vide Affidavit No. 02 dated 12-03-2026. "Annesa Dhar" and "Annesha Dhar" both is same and identical person.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intents to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand right title or interest in respect of the Schedule mentioned property or any part thereof share partition, sale mortgage, charge lease, len,, lidense, tenancy, gift, charge, trust, easement, attachment possession or encumbrance or otherwise however or of any natute whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within seven days from the date of publication of this notice of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULED

The piece of land and percel lying and situtated at District Hoohly, P.S. Dadpur, Mouza -Danrpur,. J.L.NO-64, L.R. Khatian 259, LR Dag No-471, total area of Land 47 Sattak salli. Mouza- Rameswarpur P.S - Pandua, under Gopalnagar Grampanchyat J.L No-87, L.R Dag No-3261 L.R khatian No.- 29, area of land 2 sattak out of 74 sattak shuna land.

Golok Chandra Ghosh (Advocate)
Judges' Court, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই মার্চ। ২৯ শে ফাল্গুন। শনিবার। দশমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি, অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল, মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শহীদ শ্রীরাজাবাবু সিংহ -এর মৃত্যুদিবস,
শ্রী শ্রী স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব,
বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণা গৌরীবালা দে'র তিরোভাব দিবস)

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেলের হেপাজত হইতে Plot No-328, Block-C.D, Salt Lake City, Sector-1, P.S.-Bidhannagar North, North 24 Parganas, Kolkata-700064, সম্পত্তির সকল রকমের আসল কাগজপত্রাদি হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে আমার মক্কেল গত 07.03.2026 তারিখে একখানি G.D.E. দাখিল করিয়াছেন যাহা Bidhannagar North থানার মর্মে ৪০৮ জি.ডি. হিসাবে লিপিবদ্ধ। উক্ত আসল কাগজপত্রাদি কোন ব্যক্তি পাইয়া থাকিলে তাহা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কাছে ফেরত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। আরও প্রকাশ করা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তির উপর কোনরূপ দাবী বা অধিকার থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত নিজ দাবী বা অধিকারের কাগজপত্রাদি সহ যোগাযোগ করিবেন। উক্ত সময়ের পর কোনরূপ দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

প্রশান্ত ভৌমিক (এ্যাডভোকেট)
শিয়ালদহ কোর্ট - রুম নং-১০১,
কলকাতা-৭০০০১৪, Ph-9674526317
WB-719/1993

IN THE COURT OF LEARNED DISTRICT JUDGE, HOOGHLY SADAR

Act 39 Case No. 22/2023

Petitioner:- Sri Sanjit Karmakar, S/o. Sri Sadhan Karmakar resident of Farm Side Road, Lane No. 4, Simla, PO. Chinsurah R. S. , PS. Chinsurah, Dist. Hooghly , Pin- 712102.

NOTICE

It is hereby notified to the general public at large that the above named petitioner has filed the above case before the above noted court praying for probate of the will dated 20/09/2020 executed by the Late **Reba Rani alias Reba Karmakar** W/o. Sri Sadhan Karmakar of Farm Side Road, Lane No. 4 Simla, PO. Chinsurah R. S., PS. Chinsurah, Dist. Hooghly in respect of 6 satak or 3 katha 15 chatak 3 sft. of Suna land with two storied building there on comprised in R. S. Dag No. 1179, L.R. Dag No. 1186, L.R. Khatian No. 1466 in Mouza Simla J. L. No. 16 under Chinsurah P.S. of Dist. Hooghly, and if any one has any objection he might himself or through any authorised agent appear before the above court within 30(thirty) days from the date of this notice and state his statement, otherwise the probate would be granted to the petitioner, Sanjit Karmakar.

Suparna Dey (Advocate)
Advocate of the petitioner
Avijit Benerjee
Chief Administrative Officer
District Judge's Court Hooghly
10/3/26

PUBLIC NOTIFICATION

One of our clients, Haldi Chemicals Pvt. Ltd is absolute lessee of ALL THAT land measuring 9.80 Acres under Plot nos. 371P, 373P, 374P, 381 to 394, 396 to 403, 380/1459P in Mouza Bardhanyaghata and Plot nos. 1216P, 1217P, 1225 to 1229, 1231, 1251 to 1256, 1259 to 1264, 1268P, 1810P in Mouza Kashbere, JL. nos. 172 & 146, P.S. Bhabanipur, District Purba Medinipur has lost/misplaced one of original Lease Deed registered in office ADSR Sutahata, book no. I, being no. 110607046 of 2006. The loss/misplacement of the said Deed was recorded as a General Diary vide GDE no. 1389 dated 26-05-2025 with Bhabanipur Police Station.

Any person or any other entity or Bank/Financial Institution having any claim, right, title and/or interest in the aforesaid property or against the aforementioned deed should lodge a claim with us within 7 Days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

Supriyo Basu LLP
"Temple Chamber"
Room No. 48, Ground Floor
6, Old Post Office Street,
Kolkata-700 001
Ph: 033-4601 4849/4601/4854
E-mail: supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুরঞ্জন কুমার নাগ, ২)শ্রী বিশ্বজিৎ নাগ** উভয়ের পিতা ৺বিভূতি ভূষণ নাগ, **৩)শ্রী দেবব্রত নাগ** পিতা ৺সুনীল নাগ, **৪)শ্রীমতী রীতা হালদার** স্বামী বাবুল হালদার ও পিতা ৺সুনীল নাগ, **৫)শ্রীমতী মিতা দে,** স্বামী শ্রী প্রশান্ত দে ও পিতা ৺সুনীল নাগ, **৬)শ্রীমত্যা মমতা নাগ** স্বামী ৺সুবীর কুমার নাগ, **৭)শ্রী সৌভিক নাগ** পিতা ৺সুবীর কুমার নাগ, **৮)শ্রীমতী অনিতা সাহা** স্বামী শ্রী তপন কুমার সাহা ও পিতা ৺সুবীর কুমার নাগ, **৯)শ্রীমতী মায়া নাগ** স্বামী ৺প্রবীর কুমার নাগ, **১০)শ্রী অরিজিৎ নাগ, ১১)শ্রী সৌম্যজিৎ নাগ** উভয়ের পিতা ৺প্রবীর কুমার নাগ, **১২)শ্রীমত্যা রেখা নাগ** স্বামী ৺সুজিত কুমার নাগ, **১৩)শ্রীমতী চৈতালী সাহা** স্বামী শ্রী অসীম সাহা ও পিতা ৺সুজিত কুমার নাগ, **১৪)শ্রী অভিজিৎ নাগ** পিতা ৺সুকুমার চন্দ্র নাগ, **১৫)শ্রীমতী মাধবী কুন্ডু** স্বামী শ্রী শুভেন্দু কুন্ডু ও পিতা ৺সুকুমার চন্দ্র নাগ, সাকিম ১-৩, ৬-৭, ৯-১২নং এর ঝাঁপপুকুর রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, ১৩ নং এর সাহাগঞ্জ গরীব আলমবাগ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, ১৫ নং এর বিরাটী, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৫১, ৫নং এর ফটকগোড়া স্টেশন রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, ৮নং এর ৩নং সোনাটুলি লেন, চকবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৪/০৩/২০২২ তারিখে সম্পাদিত ও ডি.এস.আর.-I, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05844/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী অমিত কুমার নাগ** পিতা ৺সুকুমার চন্দ্র নাগ সাকিম সাহাগঞ্জ ঝাঁপপুকুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08331/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী শশধর প্রামানিক** পিতা ৺গোষ্ঠ প্রামানিক, **২)শ্রীমতী সুমিত্রা প্রামানিক** স্বামী শ্রী শশধর প্রামানিক, **৩)শ্রী মহাদেব প্রামানিক** পিতা শ্রী শশধর প্রামানিক, সকলের সাকিম সংহতি পল্লী, কেওটা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়/মহাশয়াকে ১ কাঠা ০৭ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৬৬৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৫৩১ তথা হাল এল.আর. ৫৮১৮ নং দাগে বাগান জমি ১ কাঠা ০৭ ছটাক ২৮ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০২৪ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ ১)শ্রী শশধর প্রামানিক পিতা ৺গোষ্ঠ প্রামানিক, ২)শ্রীমতী সুমিত্রা প্রামানিক স্বামী শ্রী শশধর প্রামানিক, ৩)শ্রী মহাদেব প্রামানিক পিতা শ্রী শশধর প্রামানিক, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস,** স্বামী শ্রী দিলীপ দাস, সাকিম ডেভিড ম্যানর অ্যাপার্টমেন্ট, আখনবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়া বিগত ইং ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00101/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী দিলীপ দাস,** পিতা- ৺সত্যচরণ দাস, সাং- ডেভিড ম্যানর অ্যাপার্টমেন্ট, আখনবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **১)নাজমা খাতুন,** স্বামী মহঃ সিরাজুদ্দিন আনসারী, সাকিম ত্রিবেনী টিস্যু, চন্দ্রহাটী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৪, **২)সামলা খাতুন,** স্বামী মহঃ নবী আলি আনসারী, সাকিম কামারহাটী, বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪পরগনা-৭০০০৫৮, **৩)রেহেনা খাতুন,** স্বামী আতিকিউ রাজা, সাকিম ২২/ডি সাগর দত্ত লেন, বউবাজার, কোলকাতা-৭০০০৭৩, **৪)জাসমিনা দাস,** স্বামী সুরাথ চন্দ্র দাস, সাকিম ত্রিবেনী টিস্যু, চন্দ্রহাটী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৪, মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৫/০২/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00082/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **১) হারুন আনসারি,** পিতা মরহুম আব্দুল আজিজ, সাকিম ত্রিবেনী টিস্যু, চন্দ্রহাটী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৪, **২)আসমা খাতুন,** স্বামী মহঃ নাসিম, সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ সম্পত্তির অপর শরীক **উদয় পাল** পিতা ৺সুধীর চন্দ্র পাল, ও **রুকসানা খাতুন** পিতা মরহুম আব্দুল আজিজ মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে এবং আমমোক্তার **১) হারুন আনসারি ও ২)আসমা খাতুন,** স্বয়ং ক্ষমতা বলে একত্রে তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আমোদঘাটা, ৪০ নং জে.এল. ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২২৩ নং দাগে, ১)হাল এল.আর ২৬০৭ নং খতিয়ান হইতে ডাঙ্গা জমি ৪৪৮ বর্গফুট সম্পত্তি, ২)হাল এল.আর ২৬১৮ নং খতিয়ান হইতে ডাঙ্গা জমি ৪৪৮ বর্গফুট সম্পত্তি, এবং ৩)হাল এল.আর ২৬১৭ নং খতিয়ান হইতে ডাঙ্গা জমি ৪৪৮ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে একটি দাগে, তিনটি খতিয়ান হইতে মোট ১৩৪৪ বর্গফুট বা ৩.০৮ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-06574/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী শ্যামল সাধুখাঁ** পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র সাধুখাঁ, **২)শ্রীমতী বুলবুলি সাধুখাঁ** স্বামী শ্রী শ্যামল সাধুখাঁ, উভয়ের সাকিম জয়পুর, আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী শ্যামল সাধুখাঁ** পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র সাধুখাঁ, **২)শ্রীমতী বুলবুলি সাধুখাঁ** স্বামী শ্রী শ্যামল সাধুখাঁ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা
মোকাম কাকদ্বীপ ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২৫ সালের ১১ নং মিস সাকসেশান মোকর্দ্দমা

ছায়েলঃ ১। অতসী বেরা ঘোড়ই দিং, স্বামী- মৃত কমলেশ বেরা, সাং ও পোঃ- খানসাহেব আবাদ, থানা- সাগর জেলা- দঃ ২৪ পরগনা

তঃছালীঃ- অয়ন কুমার বেরা, পিতা- মৃত কমলেশ বেরা, সাং ও পোঃ- খানসাহেব আবাদ, থানা- সাগর, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, কমলেশ বেরা ইং- ১২/০৬/২০২৫ তারিখে স্ত্রী অতসী বেরা ঘোড়ই এবং এক পুত্র অয়ন কুমার বেরা এবং এক কন্যা নাবালিকা অনন্যা বেরা -কে লিগ্যাল ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত হইয়াছেন। মৃত কমলেশ বেরার নামিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড - এ ইং- ০৯/০৯/২৫ তারিখে ম্যাচুউরিটি ভ্যালু ২,৩৭,৩৬৩.০০ (দুই লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার তিন শত তেষট্টি) টাকা উইথ ইন্টারেষ্ট, যাহার এ্যাকাউন্ট নং- ১২৯৩৫৭০৫৩৯৬৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এ ইং- ১৫/০৪/২৫ তারিখে ম্যাচুউরিটি ভ্যালু ৩,২১,৫৫৮.০০ (তিন লক্ষ একুশ হজার পাঁচ শত আটান্ন) টাকা, যাহার এ্যাকাউন্ট নং- ১০১০১৩৬২১৮১৪। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় নিজ পক্ষে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগভাবে আদেশ হইবে।

By Order
Samiran Manna
Sheristadar
(Jr. Divn.)
Kakdwip, South 24 Pgs.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বাংলায়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনরোষ বাড়ছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক তীব্র মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন, সাম্প্রতিক 'পরিবর্তন যাত্রা' রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিজেপির প্রতি জনসমর্থনের নতুন ছবি তুলে ধরেছে। তাঁর কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের ২৩৭টি বিধানসভা এলাকা অতিক্রম করেছে এই কর্মসূচি। লক্ষাধিক মানুষ পথে নেমে আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। মানুষ এখন শুধু একটি কথাই বলছেন, ভোট হোক শান্তিতে, গণনা হোক সুষ্ঠু ভাবে।'

শাসকদলকে আক্রমণ করে শমীক বলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক এখন জনমত আর নেই, তৈরি হয়েছে জনরোষ। বিভাজনের রাজনীতি করে মুখ্যমন্ত্রী বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখছেন। তাঁর দাবি, বাংলার সৃষ্টি হয়েছিল হিন্দু সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্নে, আর সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'পরিবর্তন যাত্রা চলাকালীন একাধিক জায়গায় আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু বাংলার মানুষ ঠিক করে ফেলেছেন, যত হামলাই হোক, বিজেপি বাংলায় জিতবেই।'

এলপিজি ও জ্বালানি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হওয়া বিতর্ক প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার মধ্যেও কেন্দ্র বিকল্প ব্যবস্থা করেছে। তাই গ্যাস বা তেলের জোগানে কোনো সংকট হবে না। নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআর প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করার রাজনীতি চলছে। প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণেই পুরো প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, পশ্চিমবঙ্গ কি আলাদা কোনো দেশ, যার প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ঘিরে তৃণমূলের আচরণ নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শমীক বলেন, বাংলা যেন এখন বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। বোমা বিস্ফোরণে ইতিমধ্যে বহু শিশুর প্রাণ গিয়েছে। শেষে কৃষকদের দুর্দশার প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, একদিকে কৃষকের আত্মহত্যা বাড়ছে, অন্যদিকে সরকার উন্নতির গল্প শোনাচ্ছে। পাশাপাশি তিনি জানান, আগামিকাল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা ঘিরে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

পুলিশের একটা অংশ পুরোপুরি দলদাস হয়ে কাজ করছে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঝান্ডা লাগানোকে ঘিরে কয়েকদিক আগে হাজিনগরে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি হয়েছিল। যদিও তৃণমূলের তরফে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে ও শ্রমিক নেতা ধীরাজ ঝাঁয়ের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ জমা পড়তেই পুলিশ এঁদেরকে খুঁজতে শুরু করেছে।

শুধু তাই নয়, পুলিশ অমিতের বাড়িতে গিয়ে নাকি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে হাজিনগরে দলের মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবের বাড়িতে আসেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন যুব নেতা সুদীপ্ত দাস। তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। দলীয় কার্যকর্তার বাড়িতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, পুলিশের একটা অংশ পুরোপুরি দলদাস হয়ে কাজ করছে। তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনায় পুলিশ বেশি বাড়াবাড়ি করছে।

প্রাক্তন সাংসদের সাফ বক্তব্য, অমিত, ধীরাজ এঁরা তাঁর পরিবারের সদস্য। এঁরা বিজেপি পরিবারের সদস্য। সুতরাং সনাতনীদের রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের। তিনি জানান, পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে অমিত, ধীরাজ-সহ কয়েকজন এলাকায় ঝান্ডা লাগাচ্ছিল। তৃণমূলের কয়েকজন সেখানে চড়াও হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে। পড়ে গিয়ে হয়তো ওদের কারও আঘাত লেগেছে। অমিত ও ধীরাজেরও আঘাত লেগেছে। তাঁর অভিযোগ, অমিত ও ধীরাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

এলপিজি নিয়ে কালোবাজারি রুখতে পথে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এলপিজি নিয়ে সঙ্কট তৈরি হতেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে উঠতে শুরু করেছে কালোবাজারির অভিযোগ। শুক্রবার সকাল থেকে এই কালোবাজারির ওপর নজরদারি ও রাশ পরাতে রাস্তায় নামতে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে।

এদিন সকাল থেকেই শহর কলকাতার নানা প্রান্তে যে সমস্ত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটররা রয়েছেন সেখানে যান কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। অবস্থা খতিয়ে দেখতে যান ডিলার্স পয়েন্টগুলিতেও। কথা বলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে। কোনওরকম কালোবাজারি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। এরপরই কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, কোনওভাবে কেউ যদি অতিরিক্ত সংখ্যাক রান্নার গ্যাসের পাশাপাশি বাণিজ্যিক সিলিন্ডার মজুত করার চেষ্টা করে, বেশি দামে বিক্রির চেষ্টা করে, সেই খবর এলে তাঁরা যেন দ্রুত তা ইবির কাছে পৌঁছে দেন। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ যেভাবে বুকিং করছেন সেখানেও কোনও গড়মিল হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন ইবির আধিকারিকরা।

শুধু কলকাতা নয়, জেলাতেও এদিন দিনভর নজরে এসেছে একই ছবি। চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ চুঁচুড়া ব্যান্ডেল ডানলপের কয়েকটি গ্যাস অফিস ও গোডাউনে অভিযান চালান। সাবধান করে দেন ডিস্ট্রিবিউটরদের। সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ। মহকুমাশাসক বলেন, 'এখনও পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। বুকিং করার এক সপ্তাহের মধ্যেই ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে। কোনওরকম কালোবাজারির অভিযোগ এখনও পাইনি। পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

তৃণমূলের লিখন মুছে পদ্ম আঁকলেন দিলীপ

পৃঃ ৬

কলকাতা ১৪ মার্চ ২০২৬ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.03.2026, Vol.19, Issue No. 271, 8 Pages, Price 3.00

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশাল কাট-আউটে ছেয়ে গিয়েছে গোটা ব্রিগেড সভা। শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

পরিবর্তনের সংকল্পে আজ ব্রিগেডে মোদী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড আজ বড় রাজনৈতিক সমাবেশের সাক্ষী হতে চলেছে। আজ দুপুরে এখানে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সভাকে ঘিরে শুক্রবার রাত থেকেই মাঠ ও আশপাশে জোরকদমে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চালিয়েছে বিজেপি এবং প্রশাসন।

জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভাস্থলের আশপাশে 'নো ফ্লাই জোন' হওয়ায় উড়বে না কোনও ড্রোন। তবে বহুতলগুলি থেকে বায়নোকুলারের মাধ্যমে চলবে নজরদারি। প্রায় ৩০০০ নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকছে। নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্বে এডিজি, উপকূলরক্ষী বাহিনী। শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্রিগেডের সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে বিজেপি নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ব্রিগেডে পৌঁছনোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সাম্প্রতিক 'পরিবর্তন যাত্রা'-র পর এই সমাবেশ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। দলের এক নেতার কথায়, 'এই সমাবেশ বাংলার মানুষের প্রত্যাশার প্রতিফলন। পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে মানুষ আজ ব্রিগেডে জড়ো হচ্ছেন।'

সভামঞ্চের নকশাতেও বিশেষ নজর কেড়েছে আয়োজকদের উদ্যোগ। মঞ্চসজ্জায় বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ রাখতে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির-এর আদলে একটি প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই শিল্পীরা কাঠ, কাপড় ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সেই কাঠামো গড়ে তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে নিরাপত্তাও কড়া করা হয়েছে। বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছে স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ। নিরাপত্তা যাচাইয়ের স্বার্থে মঞ্চের কাঠামোর একাংশ খুলে পরীক্ষা করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পরে পুনরায় তা নির্মাণ করা হয়েছে।

বিজেপি সূত্রে ইঙ্গিত, আজকের সভা থেকে অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে এই সমাবেশকে শক্তি প্রদর্শনের বড় মঞ্চ হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। সেই কারণে আজকের ব্রিগেড সভা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উঠেছে।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও যানজট এড়াতে ১৪ মার্চ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বদলি ডিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে প্রশাসনিক বিতর্কের মধ্যেই শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্রকে ডেপুটেশনে চাইল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের মতামত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। তবে তাঁদের ডেপুটেশনে না পাঠিয়ে অন্য দপ্তরে বদলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। নবান্ন সূত্রে খবর, ডেপুটেশন নিয়ে কেন্দ্রের চিঠি এসেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয়। আগামি তিনদিনের মধ্যে মণীশ মিশ্র এবং সি সুধাকরকে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিধি মেনে রাজ্যের মতামতও জানতে চেয়েছে কেন্দ্র। শুক্রবার বিকেলেই রাজ্য সরকার জেলাশাসক মণীশ মিশ্রকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে নিয়োগ করে। তাঁর জায়গায় দার্জিলিং-এর নতুন জেলাশাসক হলেন সুনীল আগরওয়াল। এখন তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে ছিলেন।

এলপিজিতে আতঙ্ক ছড়ালেই কড়া ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: রান্নার গ্যাস নিয়ে দেশব্যাপী উদ্বেগের মাঝে এ বার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানালেন, কেউ কেউ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অযথা আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন। তাঁরা দেশের ক্ষতি করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে কালোবাজারিদেরও পৃথক বার্তা দিয়েছেন। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংকটের মোকাবিলা করার কথা বলেছেন মোদী। কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকারগুলিকে সক্রিয় হতে বলেছেন তিনি। রাতে তিনি পশ্চিম এশিয়ার উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথাও বলেন।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে একটি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই এলপিজি উদ্বেগের প্রসঙ্গ তোলেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের কারণে এক কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মিলেমিশে তার মোকাবিলা করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, দেশের যুবসমাজ, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, এ ক্ষেত্রে সকলের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। জানান, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সমস্ত দেশের উপরেই। তার মোকাবিলা করতে সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। মোদী বলেন, 'কিছু মানুষ এলপিজি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। আমি কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না। শুধু বলব, তাঁরা জনগণের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ করে ফেলছেন এবং সার্বিক ভাবে দেশের ক্ষতি করছেন।' এর পরেই কালোবাজারিদের এক হাত নেন প্রধানমন্ত্রী। জানান, কেউ কেউ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু পণ্য কালোবাজারে বিক্রি করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। কেউ রেহাই পাবেন না। এর পরেই তিনি বলেন, 'কালোবাজারি এবং মজুতদারদের

হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর

নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্যগুলিকে পদক্ষেপ করতে হবে। আমি অনুরোধ করছি, আপনারা নজরদারি বৃদ্ধি করুন।'

তাঁর কথায়, 'বিশ্ব এখন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। তবে ভারত তার নিজের ছন্দ ধরে রেখেছে। গোটা বিশ্ব জানে, আগামীর দিকে তাকাতে হলে ভারতের দিকে তাকাতে হবে। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য, উন্নত ভারতবর্ষ। দেশ শুধু এগোচ্ছে না, দেশ পরবর্তী ধাপে পা রাখতে চলেছে। অনেক রাষ্ট্রনেতাই ভারতের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বিশ্বের অন্য প্রান্তে যুদ্ধের কারণে দেশের মানুষ যেন সমস্যায় না পড়েন। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কোভিডকালের মতো এই সংকটও আমরা সফল ভাবে অতিক্রম করে যাব।'

জয়শঙ্করকে ফোন ইরানি বিদেশমন্ত্রীর

তেহরান, ১৩ মার্চ: শুক্রবার সকালে ইরানে ফের বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ইহুদি সেনার পরপর গোলাবর্ষণে কেঁপে উঠল রাজধানী তেহরান। এছাড়াও সিরাজ এবং আহভাজ শহরেও হামলা চালানো হয়েছে বলে খবর।

এদিকে ইজরায়েলের এই হামলার পরই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি। সূত্রের খবর, ইরান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু'পক্ষের। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, আলোচনায় ইরানের উপর লাগাতার হামলার কথা তুলে ধরেছেন আরাঘাচি। সেই সঙ্গে মার্কিন এবং ইজরায়েলের এহেন আগ্রাসন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে, সেই প্রসঙ্গও উথ্থাপন করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। আরাঘাচি জানিয়ে দিয়েছেন, তেহরানের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে এবং তা প্রয়োগে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জয় ভারতের

■ **যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজে বিরাট কূটনৈতিক জয় ভারতের। দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে হরমুজে ভারতের জ্বালানি জাহাজ চলাচলে সবুজ সংকেত ইরানের! শুক্রবার ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতালি ইঙ্গিত দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে প্রবেশ করতে পারবে জ্বালানিবাহী জাহাজ। শীঘ্রই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'কারণ, ভারত আমাদের বন্ধু।' উল্লেখ্য, ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আরাগাছির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।**

ইজরায়েলের দাবি, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ইরানের সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পরই এই অভিযান চালানো হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সিরাজ শহরে মাটির নিচের একটি গোপন বাঙ্কার ধ্বংস করা হয়েছে। ইজরায়েলের সেনার দাবি, বাঙ্কারটিতে ব্যালিস্টিক মিসাইলের নির্মাণ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছিল। শুধু তা-ই নয়, সেগুলির মাধ্যমে ইজরায়েলে বড় ধরনের হামলার চেষ্টা চলছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, তেহরানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করেও হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে তেল আভিভ। পাশাপাশি, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানাগুলিকেও নিশানা করা হয়েছে বলে খবর।

পাঁচ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন পর্ষদ, ভোটের মুখেই ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আরও পাঁচটি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, খুব শীঘ্রই মুন্ডা, কোরা, ডোম, কুম্ভকার এবং সদগোপ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই বোর্ডগুলির মূল লক্ষ্য হবে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই ঘোষণা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'বেঙ্গল বা বাংলার প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই প্রতিটি সম্প্রদায়। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল তাঁদের জন্য।' সমাজের বিভিন্ন স্তরে পিছিয়ে থাকা এই সম্প্রদায়গুলির সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বোর্ডগুলির প্রধান উদ্দেশ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, ২০১৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক পর্ষদ গঠন করেছে। এ দিনের ঘোষণা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে জানিয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মা-মাটি-মানুষের সরকারের মূল মন্ত্রই হল প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রগতি এবং অকুণ্ঠ সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নকে প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দেওয়া।' নতুন এই পাঁচটি বোর্ড গঠিত হলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ আরও শক্তিশালী হবে বলেই আশা প্রশাসনের।

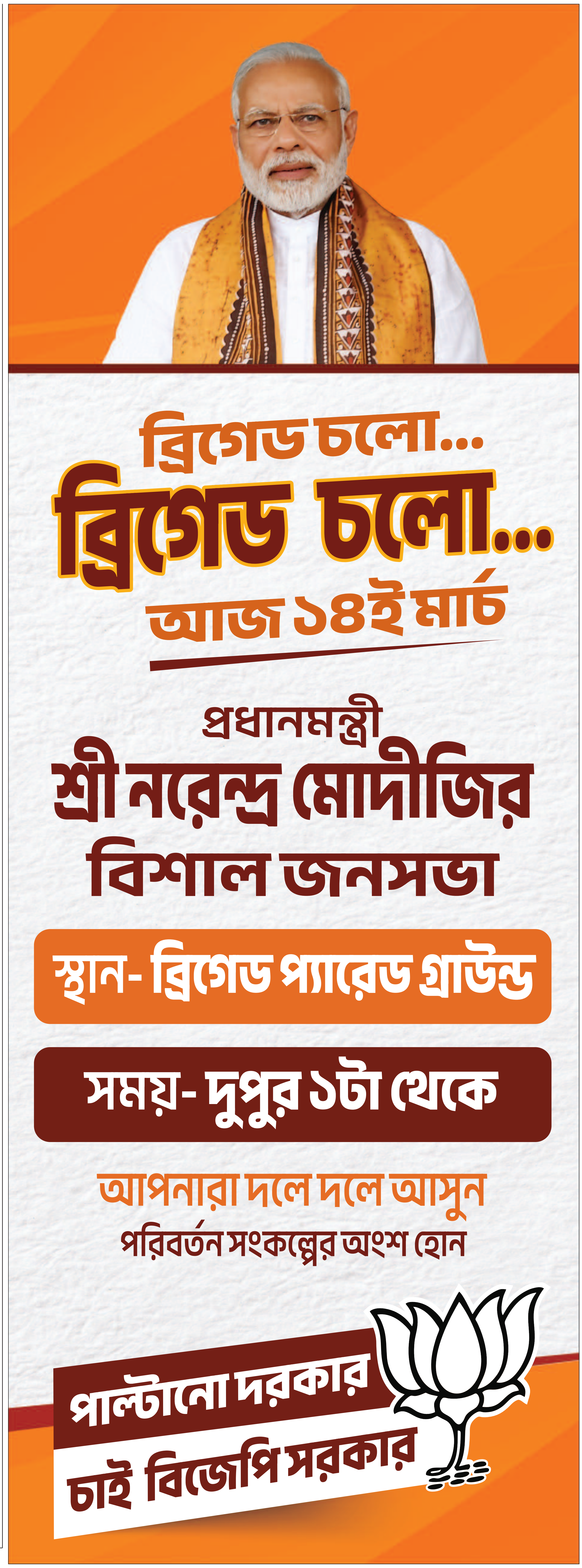

সম্পাদকীয়

প্রচারেও শুরু থেকে টক্কর, অর্ধেক প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত বিজেপির

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আগামী সপ্তাহেই ঘোষিত হয়ে যাবে ভোটের নির্ঘন্ট। গতবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এবার আর সেই ভুল করতে নারাজ পদ্ম শিবির। লক্ষ্য প্রচারের শুরু থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়া। এবার রাজ্যের শাসকদলকে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই এবার আগেভাগে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার।কাজ শুরু করে ফেলল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। যাতে ভোট ঘোষণা হলেই প্রার্থীরা প্রচারে নেমে পড়তে পারেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নয়াদিল্লির বাসভবনে ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গেল বঙ্গ বিজেপির বর্তমান বিধায়কদের। রাজ্যে এই মুহূর্তে বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ৬৫। তাঁদের নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি। সেখানে ছিলেন বঙ্গ বিজেপির প্রথম সারির নেতারাও। জানা গিশেছে ওই বৈঠকে ১৫০-র বেশি আসনে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বিধায়কদের সিংহভাগই টিকিট পাচ্ছেন। তবে কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাংশ এবং দার্জিলিং-সহ পাহাড়ের আসনগুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত ঝুলে আছে। এছাড়া প্রায় সব আসন নিয়েই রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে ফেলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় প্রার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজটা করে রেখেছিলেন নেতারা। তখনই অধিকাংশ আসনে তিনটি করে নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল। এবার সেই তালিকা ধরেই বঙ্গ বিজেপি নেতারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তরফে ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও ছিলেন দুই সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী ও সতীশ ধন্দ,শান্তনু ঠাকুর এবং সাংসদ মনোজ টিগ্গা। বর্তমান বিধায়কদের ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ টিকিট পাচ্ছেন। ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বিধায়ক বয়সজনিত ও শারীরিক কারণে আর লড়তে চান না। মোদ্দা কথা, বাংলার নির্বাচন নিয়ে একেবারে একশো শতাংশ তৈরি গেরুয়া শিবির। ভোট ঘোষণার আগে সাংগঠনিক সমস্ত ফাঁকফোকর ভরাট করে ফেলতে চাইছে তাঁরা। এখন শুধু ভোট ঘোষণার অপেক্ষা।

শব্দছক ৯৯

রবি দাস

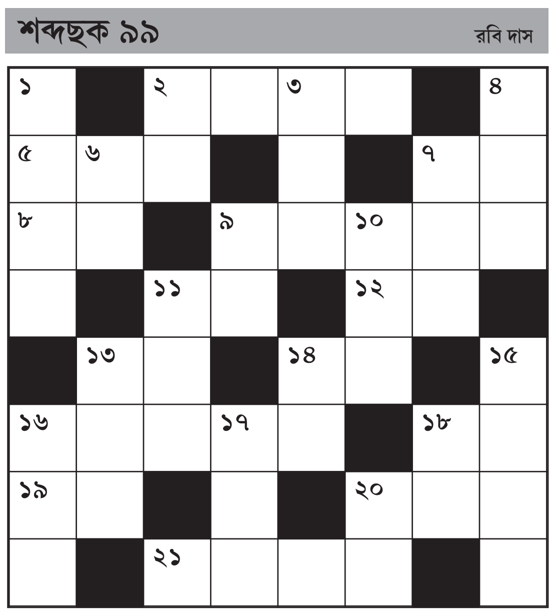

পাশাপাশি: ২. বামাচারী তান্ত্রিক ৫. উদ্যান ৭. আলফা — গামা ৮. চড়ুইভাতি ১১. অ্যাক্সিসের বঙ্গার্থ ১২. দায় গ্রহীতা ১৩. অমঙ্গুলে ১৪. নৌকার ছাউনি ১৬. মিশ্রিত বর্ণ ১৮. মোটা দড়ি ১৯. সমস্ত ২০. নিপুণতা ২১. ভাগ্যবান

ওপর-নিচ: ১. কারণবিহীন ২. কর্ণ ৩. লেখনী ৪. তির-সোজা ৬. নতুন ৭. বিজয়প্রাপ্ত হয়েছে যার ৯. বুক ১০. মাথামোটা ১১. যশহীন ১২. গৃহে গৃহে সন্তানপ্রসবকারিণী ১৩. সমুদ্র ১৪. কাপট্য ১৫. সেলাই করে ছেঁড়া জোড়া দেওয়া ১৬. দেহাবরণ ১৭. পর্বতারোহীর গাইড ও মালবাহী আঞ্চলিক মানুষ ১৮. নিপুণ ২০. অনুগ্রহ

সমাধান ৯৮ — পাশাপাশি: ১. মহিমা ৩. বিলক্ষণ ৪. মারীচ ৫. ক্ষমাশীল ৭. সীমা ১০. লগা ১২. অরিন্দম ১৪. কেবলা ১৫. অবিনাশ ১৬. পছন্দ
ওপর-নিচ : ১. মর্ত্যবাসী ২. মামাত ৩. বিচক্ষণ ৬. শীতল ৮. মাঝারি ৯. ব্যোমকেশ ১১. গালমন্দ ১৩. প্রলাপ

আজকের দিন

- ১৯৩১ — ভারতের প্রথম শব্দনির্ভর চলচ্চিত্র 'আলম আরা' মুক্তি পায়।
- ১৯৪২ — প্রথমবারের মতো পেনিসিলিন ব্যবহার করা হয়েছিল।
- ১৯৬৪ — জ্যাক রুবিকে রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডির হত্যাকারী লি হার্ভে অসওয়াল্ডকে হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

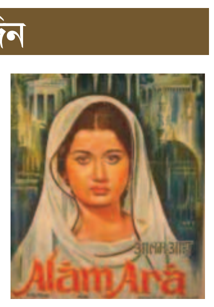

জন্মদিন

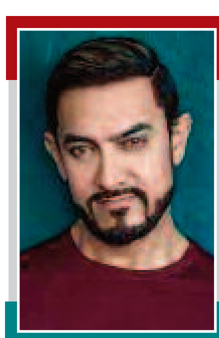

১৯৪৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ফরিদা জালালের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমির খানের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ সোহম চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

আমির খান

রাজধর্ম পালন করেই ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশে মোদী

প্রদীপ মারিক

শুধু মাত্র রাজনৈতিক সমীকরণ নয়, বঙ্গের প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য অধিকার দিতে ব্রিগেড ময়দানে আসছেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি উন্নয়নের জন্য কোন রাজনীতি দেখেন না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মোদি শিব জ্ঞানেই ভারতবাসীর সেবা করে চলেছেন। ১৪ ই মার্চ ব্রিগেড জনসভা মহিলা এবং বঞ্চিত মুসলিমদের অধিকারের ডাক, কারণ মোদি সরকারই ওয়াকফ বিল সংশোধন করে মুসলিমদের ক্ষমতায়নের নতুন দিশা দেখিয়েছেন। ওয়াকফ বলতে ইসলামি আইনের অধীনে একচেটিয়াভাবে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে নিবেদিত সম্পত্তিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি, দালানকোঠা, দরগাহ বা মাজার ও কবরস্থান, ইদগাহ, খানকাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্লট, পুকুর, স্কুল, দোকানপাটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই সম্পত্তির অন্য কোনও ব্যবহার বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভারতে, যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়াকফ হোল্ডিং রয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডগুলি বর্তমানে সারা দেশে ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে ৮.৭ লক্ষ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, সশস্ত্র বাহিনী এবং ভারতীয় রেলওয়ের পরে এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জমির মালিক হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত যা সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটাই তৃণমূল স্তর থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। সন্ত্রাসবাদ, কেবল ব্যাধি নয় এটা মানবতার শত্রু। এই মানবতার শত্রুকে উৎপাটিত করতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। মোদির নেতৃত্বে 'অপারেশন সিঁদুর' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পরে এই বঙ্গে এসেছিলেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদি। দেশ যখন আজ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন বাংলার অংশীদারিত্ব প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে সেটাই বুঝেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে অবিরাম পরিকাঠামো, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে নতুন গতি সঞ্চার করছে। বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর।

ছাব্বিশে নির্বাচনের আগে পরিবর্তন রথ যাত্রার শেষ লগ্নে ব্রিগেড জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কলকাতার এই সভার আগে ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক পথ, রেল পথের ঘোষণা ও একাধিক ট্রেন এবং স্টেশনের উদ্বোধন। সেদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্যের রেল নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘোষণা করবেন। সেদিনই সূচনা হবে পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার ট্রেনের। এই ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করবে। এছাড়াও অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প-এর অধীনে পুনর্নির্মিত ছয়টি রেলস্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই স্টেশনগুলো হল, কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন, আনারা রেলওয়ে স্টেশন, তমলুক রেলওয়ে স্টেশন, হলদিয়া রেলওয়ে স্টেশন, বারাসত রেলওয়ে স্টেশন ও সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশন। মোদী ৪২০ কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের একাধিক জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এতে বরাদ্দ প্রায় ১৬,৯৯০ কোটি টাকা। উদ্বোধন হতে চলা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক সেকশন। প্রধানমন্ত্রী আরও কয়েকটি নতুন জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের খড়্গপুর, মোরগ্রাম অর্থনৈতিক করিডর। এটি খড়্গপুর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়ে যাবে। এই করিডরের মাধ্যমে খড়্গপুর ও মোরগ্রামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হবে, ফলে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পথ কমবে এবং যাত্রার সময় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে। বীরভূমের দুবরাজপুর শহরের যানজট কমাতে জাতীয় সড়ক ১১৪-এ ৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের দুবরাজপুর বাইপাস নির্মাণের শিলান্যাসও করবেন। এর ফলে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যানজট কমবে এবং প্রায় এক ঘণ্টা যাত্রা সময় সাশ্রয় হবে। একাধিক বন্দর ও শিপিং সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মোদী। তিনি হলদিয়া বার্থ নম্বর ২-এর যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। এর ফলে দ্রুত, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব কার্গো হ্যান্ডলিং সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, পূর্ণ রেক কয়লা লোডিং ব্যবস্থা উন্নত হবে, কর্মক্ষমতার সূচক বাড়বে এবং বিপজ্জনক কাজে মানুষের সরাসরি সম্পৃক্ততা কমে নিরাপত্তা বাড়বে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।

শুধু মাত্র রাজনৈতিক সমীকরণ নয়, বঙ্গের প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য অধিকার দিতে ব্রিগেড ময়দানে আসছেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি উন্নয়নের জন্য কোন রাজনীতি দেখেন না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মোদি শিব জ্ঞানেই ভারতবাসীর সেবা করে চলেছেন। ১৪ই মার্চ ব্রিগেড জনসভা মহিলা এবং বঞ্চিত মুসলিমদের অধিকারের ডাক, কারণ মোদি সরকারই ওয়াকফ বিল সংশোধন করে মুসলিমদের ক্ষমতায়নের নতুন দিশা দেখিয়েছেন। ওয়াকফ বলতে ইসলামি আইনের অধীনে একচেটিয়াভাবে ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে নিবেদিত সম্পত্তিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি, দালানকোঠা, দরগাহ বা মাজার ও কবরস্থান, ইদগাহ, খানকাহ, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্লট, পুকুর, স্কুল, দোকানপাটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই সম্পত্তির অন্য কোনও ব্যবহার বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভারতে, যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়াকফ হোল্ডিং রয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডগুলি বর্তমানে সারা দেশে ৯.৪ লক্ষ একর জুড়ে ৮.৭ লক্ষ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, সশস্ত্র বাহিনী এবং ভারতীয় রেলওয়ের পরে এটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জমির মালিক হয়ে উঠেছে। সরকারের মতে, ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে ৪০,৯৫১টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। মোদি সরকারের যুক্তি, বর্তমানে যে আইন রয়েছে, তাতে ওয়াকফের দখল করা জমি বা সম্পত্তিতে কোনও ভাবেই পর্যালোচনা করার সুযোগ থাকে না। কারও আপত্তি সত্ত্বেও জমি বা সম্পত্তি দখল করতে পারে ওয়াকফ বোর্ড। ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তির সমস্ত সুবিধা ভোগ করছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী। বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মুসলিমরা। নতুন আইন কার্যকর হলে সাধারণ মুসলিমরা উপকৃত হবেন। ওয়াকফ থেকে ট্রাস্টকে পৃথক করা- মুসলিমদের তৈরি কোনও ট্রাস্ট কোনও আইনে ওয়াকফ বলে বিবেচ্য হবে না। ট্রাস্টের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। অন্তত পাঁচ বছর মুসলিম ধর্মান্তপ্রাণ ব্যক্তি ওয়াকফকে জমি ও সম্পত্তি দান করতে পারবেন। ২০১৩ সালের আগে আইনে এই বলবৎ ছিল। ওয়াকফ ঘোষণার আগে মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি দান করে দিতে হবে। এর মধ্যে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না এবং অনাথ মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেলাশাসকের উর্ধ্বে কোনও অফিসার ওয়াকফ সম্পত্তি বিবাদের তদন্ত করতে পারবেন। এই সংশোধনীতে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালকে আরও শক্তিশালী হবে। ওয়াকফ সংস্থার বাধ্যতামূলক অর্থসাহায্যের পরিমাণ বার্ষিক ৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা। ওয়াকফ সংস্থা যাদের রোজগার এক লক্ষ টাকার বেশি তাদের রাজ্য নির্দিষ্ট অডিটর কর্তৃক অডিট রিপোর্ট তৈরি করা বাধ্যতামূলক হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি নিরূপণে ও বিবাদ-মীমাংসায় একটি কেন্দ্রীয় পোর্টাল গঠন করা হবে। এই পোর্টালে সম্পত্তির একটি অটোমেটেড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা গঠন করে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। এই সংশোধনীর উদ্দেশ্যই দুর্নীতিমুক্ত ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট-মুতাওয়ালিদের সম্পত্তির পরিমাণ ৬ মাসের মধ্যে পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে।

২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর নরেন্দ্র মোদি। তিনি মাতৃশক্তিকে দেশের শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চান। বর্তমানে ১০ কোটিরও বেশি মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। বাজেটে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন এবং মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাহায্যে আধুনিক এক ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, প্রত্যেক পরিবারে যাতে সমৃদ্ধি আসে। প্রতিটি জেলায় ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল তৈরির উদ্যোগ এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে, শিক্ষার সুযোগ আরও বেশি করে নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা গত বাজেটে আনা হয়েছিল এই বাজেটে তার গতি আসবে। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে, এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির (Scheduled Commercial Banks) মাধ্যমে SC এবং ST মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। ২০২৫ এর বাজেটের মতোই ২০২৬ বাজেটে ১০ লাখ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার লক্ষ মাত্রা রাখা হয়েছে। মহিলা কেয়ার যোজনার (Mahila Coir Yojana) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলাদের জন্য রয়েছে 'মহিলা মন্মানপত্র' ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পান মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' লক্ষ মাত্রা তো রেখেই ছিল, এবার ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর দিকে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। দেশের প্রায় ২০ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। বিগত ১২ বছরে যেখানে কাজ শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে আরো এগিয়ে গেল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তির উপকারী প্রকল্পগুলির জন্য বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। লোকসভায় ২০২৬-২৭-এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী সীতারামন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিলেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবার বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিশেষত মহিলা উদ্যোগপতিদের আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ।

ভারতীয় বিকাশের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল প্রথমত, গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করা। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হবে 'টেক-স্যাভি'র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। এক লাখ কোটি টাকার যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরি করা হবে, তাতে ৫০ বছরের জন্য সুদ দিতে হবে না। দীর্ঘকালীন মেয়াদের জন্য ঋণ নেওয়া যাবে। কোনও সুদ ছাড়াই নতুন করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। যা বেসরকারি ক্ষেত্রকে গবেষণার দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করবে। দেশের যুবকদের নতুন প্রযুক্তি সমন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মাবে। উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া হবে অল্প খরচে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে ভারত।

শহর শহরতলী গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বিকাশের লক্ষ্য তাদের উৎপাদন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে ডিজাইনিং বিজ্ঞান যুক্ত করে স্টার্ট-আপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য আরো বেশি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এই বাজেটে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অর্থনীতির ভাষায় যাকে সুইট স্পট বলা হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ বাজেটে 'বিকশিত ভারতের' লক্ষ্যে যুব সম্প্রদায়ের উপর জোর দেওয়া উচিত। প্রশিক্ষিত হচ্ছে যুব সম্প্রদায়কে। জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার এসেছে। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম এ ১ লক্ষ কোটি কেন্দ্রীয় ব্যয় সহ পাঁচ বছরের মধ্যে শীর্ষ কোম্পানিগুলিতে ১ কোটি যুবকদের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রদানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে এই বাজেট।

ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, ব্রিগেডে মোদিজির সভার মাতৃশক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম যোগ্য সদস্য, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর উন্নতির কথা ভাবেন একমাত্র মোদি'র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। বিগত এক দশকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে রেলের পরিকাঠামোর উন্নতি করে মোদি, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' ত্বরান্বিত করেছেন।

মোদি হলেন বিশ্ববরেণ্য সেই শীর্ষ নেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য যা বলেন সেই কাজ'ই করে দেখান। ঐতিহাসিক মোদির ব্রিগেডের জনসমুদ্র প্রমান করবে ছাব্বিশে তৃণমূলের বিসর্জন, ফিরবে বিজেপির সুশাসন।

চর্চাবাসর ৫৫

বাংলায়, এই শব্দটির অর্থ 'দুর্গের ক্ষেত্র' (গড় = দুর্গ/দুর্গ, মাঠ = ক্ষেত্র)। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) বিজয়ের পর, ব্রিটিশদের তাদের অবস্থান নিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। গোবিন্দপুর গ্রামটি থেকে মূল গ্রামটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যাতে গ্যারিসনের জন্য একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র (স্প্যানেড) তৈরি করা হয়, যা এটিকে সামরিক কুচকাওয়াজের স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এটিকে সাধারণত ব্রিগেড গ্রাউন্ড বলা হয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গলসির তৃণমূল বিধায়ক নেপাল ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ‘দুর্নীতিগ্রস্ত, তোলাবাজ বিধায়ক, নেপাল ঘড়ুই হাটাও, গলসি বিধানসভা বাঁচাও’, এমনই ব্যানার পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বুদবুদের চাকতেঁতুল এলাকায়। শুক্রবার সকাল হতেই এলাকার বাসিন্দারা লক্ষ্য করেন রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এলাকা জুড়ে এই ব্যানার পোস্টার দিয়ে গিয়েছে। তবে এই ব্যানার ও পোস্টারে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে বলে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এলাকার বাসিন্দা নটন ঘোষ জানিয়েছেন, একসময় তিনিও তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, নির্বাচনের সময় নেপাল ঘড়ুইকে এলাকায় প্রচারে আসতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। যার কারণে গোটা এলাকার মানুষ আর নেপাল ঘড়ুইকে বিধায়ক হিসেবে চান না। এলাকায় যারাই ব্যানার বা পোস্টার দিয়ে থাকুক না কেন, তারা সঠিক কাজ করেছে বলে দাবি তাঁর। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরেই বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতা তথা চাকতেঁতুল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অশোক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ‘বিজেপি চক্রান্ত করে এই কাজ করেছে। যাতে এলাকার মানুষ বিভ্রান্ত হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নানা কৌশল করেছিল। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। এবার নতুন করে তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু মানুষ শেষ কথা বলবে। তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবে তাঁরা কেমন এবং কাকে বিধায়ক হিসেবে চান।’ যদিও এই ঘটনা নিয়ে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মার দাবি, ‘যারা বিজেপিকে এতদিন খুঁজে পেত না, তারা এখন বিজেপির ভূত দেখছে। প্রধান বিষয় হল সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে তিরস্কার করেছে। তাই ২৬-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন, এটাই এখন মানুষের স্লোগান। তাতে নেপাল ঘোড়ুই হোক বা অন্য কোনও প্রার্থী হোক না কেন, মানুষ আর তৃণমূলের সাথে নেই। মানুষ ত্যাগ করতে চায় এই সরকারকে।’ প্রসঙ্গত, গত এক বছর আগে একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে বসে টাকা ভাগাভাগি করছেন। অভিযোগ ওঠে, কাটমানির টাকা ভাগাভাগি করা হচ্ছিল। যদিও ঘটনার সম্পর্কে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে দলীয় অনুষ্ঠানে কাজের পর খরচের হিসেব হচ্ছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই রীতিমতো চাপে পড়ে যায় দলীয় নেতৃত্ব। ক্ষোভ বাড়তে থাকে নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে। তারই কী বহিঃপ্রকাশ সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

রেলের সার্ভে ও পরিদর্শন

আরামবাগ-খানাকুল রেলপথে আশার আলো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কয়েক দশকের দাবি বাস্তবে পূরণ হতে চলেছে খানাকুলবাসীর। আরামবাগ থেকে খানাকুলের রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটে পর্যন্ত রেল যোগাযোগের দাবি ছিল। শুক্রবার খানাকুলের রাধানগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটেতে গিয়ে প্রথম পর্যায়ের সার্ভের কাজ করল রেল দপ্তর। আরামবাগ থেকে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটেতে রেল যোগাযোগের প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি খানাকুলবাসী-সহ আরামবাগ মহকুমাবাসী। এদিন রেল আধিকারিকরা রাধানগর গিয়ে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। তাঁরা ম্যাপিং করে পর্যালোচনা করেন।

প্রসঙ্গত, এই দাবি পূরনের জন্য উদ্যোগ নেয় খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁরা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আবেদন করেন। পাশাপাশি ভারতের

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাতে আরামবাগ থেকে খানাকুল রেল প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র তুলে দেন তাঁরা। রেল দপ্তরের কাছ থেকে আগেই সেই আবেদনে সাড়া মিলেছিল। এবার এদিন একেবারে রাধানগর আসেন রেল দপ্তরের আধিকারিকরা। তাই আরামবাগবাসী মনে করতে শুরু করেছেন এবার বাস্তবে রূপ পাবে এই প্রকল্প। এই বিষয়ে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, ‘খানাকুলে রেল আধিকারিকরা প্রস্তাবিত রেল প্রকল্পের জন্য নতুন লাইন আরামবাগ থেকে খানাকুলের রামমোহন রায়ের জন্মভিটে পরিদর্শন করেন। ম্যাপিং নিয়ে পর্যালোচনা করেন। সার্ভে হয়। আমরা আশাবাদী কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির হাত ধরে খানাকুলে রেল চলবে। আমরা রেল দপ্তরে আবেদন করে ছিলাম। সেই জন্য প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হল।’ তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আরও বলেন,‘এটা ভোটের চমক নয়। তৃণমূল একটা পাগলের দল। ওরা যা খুশি বলুক। ওরা কাটমানি খাওয়া ছাড়া কোনও ভাল কাজ করেছে কি?’ অপরদিকে রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর নিত্যব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটেতে রেল আসুক, এই নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। ১৯৬০ সাল থেকে দাবি উঠেছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। আজ আমাদের কাছে এটা খুব সৌভাগ্যের, প্রথম রেল যোগাযোগ নিয়ে সার্ভে হল। এই জন্য বিমানবাবু ও সুশান্তবাবুকে ধন্যবাদ।’ সবমিলিয়ে এদিন রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটেতে রেল যোগাযোগের প্রাথমিক কাজ শুরু হওয়ায় আনন্দিত এলাকার মানুষ।

ফর্ম আইএনসি - ২৬
[২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সহিত পঠিত ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
(রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
বিনীত উদ্যোগ লিমিটেড
(CIN: U51109WB1984PLC037068)
রেজিস্টার্ড অফিস ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১ ভারত সম্পর্কিত
...আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্তনাম্নী আবেদনকারী কোম্পানি **সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস “**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**” থেকে “**রাজস্থান রাজ্যে**” পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ** সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কেম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হাতে হাতে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ এবং স্বার্থের ধরন সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট ভবন, ৭মতল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫ পাঠাতে পারেন একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে:
“১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭১ ভারত”
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
বিনীত উদ্যোগ লিমিটেড
চেতন্য কারনাওয়াত
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ১৪ মার্চ ২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিন : ০২১৭৩০৯৬

নাগরিকদের মুখোমুখি সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সিউড়ি ভগৎ সিং পার্ক সংলগ্ন সাভেরি কনফারেন্স হলে সিউড়ি শহরের উন্নয়নে পুরসভার ভূমিকা কতখানি প্রভাব ফেলেছে নাগরিক জীবনে শহরের বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন পেশার মানুষ কি ভাবছেন উন্নয়ন নিয়ে কি তাদের পরামর্শ তাদের অভাব অভিযোগই বা কি, তা সরাসরি পুরপ্রধানের কাছে জানতে বা জানাবার জন্য ‘আমাদের শহর আমাদের প্রশ্ন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম’। আলোচনা সভায় ধৈর্য্য ধরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিউড়ির বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দের সমস্ত প্রশ্ন শোনেন এবং যথাযথ উত্তর দেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, শহরের সমস্যা আছে সমাধান করার নানা চেষ্টা চলছে, তবে পুরসভা একা নয় সকলকে এগিয়ে এসে পুরসভার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান চেয়ারম্যান। তিনি আরও বলেন, ‘সিউড়ি পুরসভা কে আরো ভালো পরিষেবা দিতে হলে এলাকার নাগরিকদের সচেতন হতে হবে।’ এই আলোচনা সভা মঞ্চে সকলের সামনে সিউড়িকে জেগে ওঠারও আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন একদিন পত্রিকার সাংবাদিক তথা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী। শহরের বুকে এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রথম হওয়ায় উপস্থিত সকলে উচ্ছ্বসিত। তাঁদের দাবি, এই আলোচনার ফল কি হয় তা দেখার জন্য আগামী ছয় মাস পর রিভিউ হওয়া প্রয়োজন।

হরিপাল ব্লক কৃষি দপ্তরের সামনে দীর্ঘ লাইন আলুচাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদ, হুগলি: হরিপাল ব্লক কৃষি দপ্তরের সামনে দীর্ঘ লাইন। একদিকে যখন গ্যাসের হাহাকার, লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ, ঠিক সেই সময় হরিপালে দেখা গেল ঠিক উল্টো ছবি। কারণ শুক্রবার থেকেই চাষীদের থেকে আলু কেনার জন্য টোকন দেওয়া শুরু হয়েছে। এই টোকেনেই আলু মজুত হবে হিমঘরে। পরবর্তীতে হিমঘর থেকে সেই আলু কিনবে রাজ্য। কিন্তু কবে মিলবে টাকা তা কারও জানা নেই।

শুরু থেকেই আলুর দাম একেবারে তলানিতে। মাথায় হাত গোটা রাজ্যের কৃষকদের। এখন অভাবী বিক্রি রুখতে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে রাজ্য সরকার। ৫০ কেজির এক বস্তা আলুর জন্য ৪৭৫ টাকা দেবে রাজ্য। বর্তমানে খোলা বাজারে আলুর দাম ১৫০ টাকা থেকে ২২০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করলেও সেখানে ঝামেলা। জলের দরে আলু দিতে চাইলেও নিস্তার নেই। চাষিদের থেকে আলু কেনার ব্যাপারে অনিহা আলু ব্যবসায়ীরাদের। এখন সরকার আলু কিনলেও লাভ কি হবে কৃষকদের? রাজ্য সরকারের নির্ধারিত দাম কতটা সুরাহা দেবে? কৃষক প্রতি ৭০ বস্তা আলু কিনবে রাজ্য। বাকি আলু কি হবে তার উত্তর অজানা। এক বস্তা আলু উৎপাদনে চাষির খরচ প্রায় ৩৭৫ টাকা। মাঠ থেকে আলু বাছাই, প্যাকেট করে হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে খরচ ৭৫ টাকা। অর্থাৎ এক বস্তা আলু উৎপাদন এবং হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাষির খরচ পড়ছে ৪৫০ টাকা। আর সরকারি সহায়ক মূল্য ৪৭৫ টাকা। বস্তা প্রতি চাষিদের লাভ ২৫ টাকা। বিঘা প্রতি লাভ হতে পারে ২০০০ টাকা। তিন মাস ধরে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ করার পর এই ছবি যে দেখতে হবে তা ভাবতেই পারছেন না কৃষকরা। অনেকেই বলছেন সরকারি সহায়ক মূল্য আলু দিয়েও চিঁড়ে কিছুই ভিজবে। সহায়ক মূল্য বাড়ানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই আন্দোলনেও নেমেছেন অনেকে।

মহড়া চলাকালীন দুর্ঘটনায় মৃত্যু, শহিদ জওয়ানকে চিরবিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের বিদ্যাসাগর পল্লির মামড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান অজয় জয়সওয়াল শহিদ হয়েছেন। জম্মুতে সেনাবাহিনীর বন্দুকের গোলা নিক্ষেপের মহড়া চলাকালীন এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। শহিদ জওয়ান অজয় জয়সওয়াল অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর মরদেহ বিমানে করে দুর্গাপুর বিমানবন্দরে আনা হয়। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। শুক্রবার সকালে শহিদের মরদেহ তাঁর বাড়ি, মামড়া বাজারের বিদ্যাসাগর পল্লিতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও এলাকার বাসিন্দারা শেষ শ্রদ্ধা জানান। এ সময় দুর্গাপুরের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও উপস্থিত থেকে শহিদ জওয়ানকে শ্রদ্ধার পাশাপাশি

শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায়, সমাজসেবী উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, শিপুল সাহা ও রাজেশ কোণার প্রমুখ।

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	বিজয় কুমার	০০০৮৯৪০	১৭৯৩	৩৩৩৩২৫১-৩৩৩৬৭৫০	৩৫০০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ১৩.০৩.২০২৬

ধর্মঘট ঘিরে বচসায় বিরোধী দুই পক্ষ

অশান্ত বীরভূম জেলা প্রশাসন চত্বর

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: বকেয়া ডিএ দ্রুত প্রদান করার দাবি, শূন্য পদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ-সহ একাধিক দাবি জানিয়ে যৌথ মঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ-সহ বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের ডাকে শুক্রবার ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বীরভূম জেলাশাসকের অফিসের সামনে ধরনায় বসে ধর্মঘটিরা। হঠাৎ তৃণমূল সরকারি কর্মচারি ফেডারেশন ধর্মঘট করতে না চাওয়া ব্যক্তিরা গেটে ঢুকতে পারছে না দাবি জানিয়ে স্লোগান ও পাল্টা স্লোগান দিতে থাকে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জেলা প্রশাসন চত্বর। অভিযোগ, এই সময় ধর্মঘট বিরোধী ফেডারেশন কর্মীরা বচসা ও পরে ধাক্কা ধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন। অশান্ত হয়ে ওঠে জেলা প্রশাসন চত্বর। তৃণমূল আশ্রিত সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সদস্যদের দিকে মহিলা ধর্মঘটি সরকারি কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে গায়ে হাত দেওয়ার প্রতিবাদ করেন। অশান্ত পরিবেশ স্বাভাবিক করতে ঘটনাস্থলে আসেন

সিউড়ি থানার আইসি। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে পুলিশি আশ্বাসে তারা ঘটনাস্থল থেকে সরে যান। এরপরে ঘটনাস্থলে আসেন ডিএসপি ডিএনটি। ধর্মঘটিরা এরপর মিছিল করে ডিআই অফিসের দিকে এগিয়ে যান।

কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

ডিলিটেড ভোটারদের নিয়ে সম্মেলন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সব নথি দিয়েও এসআইআর-এর তালিকায় ডিলিটেড। তাঁরা বৈধ ভোটার, তাঁরা একের পর নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, এখন তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হল। ডিলিটেড তালিকায় থাকা এমন ৬ জন বৈধ ভোটারদের নিয়ে বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তারাশংকর রায়ের। তৃণমূল সভাপতির দাবি, ‘সামান্য বানান ভুলে এদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, এর দায় নির্বাচন কমিশনের। এইভাবেই বৈধ ভোটারদের অকারণে বাদ দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে নির্বাচন কমিশন।’ নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন কমিশন এই বৈধ ভোটাররা যাতে ভোটাধিকার ফিরে পান সেই দাবি তুললেন। ডিলিটেড ভোটারদের দাবি, ‘একাধিক নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। হেয়ারিং এসব নথি দিয়েও ভোটার তালিকায় ডিলিটেড। এখন শুধু আতঙ্কে রাতের ঘুম ছুটেছে। পরিবারের সকলের নাম আছে অথচ আমি নেই এটা কেমন বিচার? ভোটাধিকার যেন ফিরে পাই।’ নাম ডিলিট নিয়ে তৃণমূল কে পালটা আক্রমন বিজেপির। বিজেপির দাবি, ‘তৃণমূলের বিএলও রা সাধারন মানুষের নাম বাদ দিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন উপর দায় চাপাচ্ছে। তৃণমূল এইভাবেই এখন শুধু বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে।’

भारतीय वायु सेना INDIAN AIR FORCE

JOIN INDIAN AIR FORCE AS AN AGNIVEERVAYU

INDIAN AIR FORCE INVITES UNMARRIED INDIAN MALE AND FEMALE CANDIDATES TO APPEAR IN RECRUITMENT RALLY FROM 20 MAR 2026 TO 23 MAR 2026 TO JOIN THE IAF AS AGNIVEERVAYU (OTHER THAN SCIENCE) INTAKE 02/2026 AT SHILLONG (MEGHALAYA).

1.	Venue / Location	HQ Eastern Air Command IAF, Nonglyer PO Upper Shillong, Meghalaya-793009
2.	Marital Status and Date of Birth Block	Candidate should be unmarried and born between **02 July 2005 and 02 January 2009** (both dates inclusive).
3.	Educational Qualification	Candidate should have passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent Examination in any stream/ subjects from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English OR Passed two years Vocational Course from Education Boards recognised by Central / State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/Matriculation if English is not a subject in Vocational Course) OR Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical / Electrical/ Electronics/ Automobile/ Computer Science/ Instrumentation Technology/ Information Technology) from Central, State and UT recognised Polytechnic Institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Diploma Course (or in Intermediate/Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course) Note-1. Education Boards recognised by Central, State and UT as on date of selection test shall only be permitted. Note-2. Exact aggregate percentage of marks before decimal as written in the marks sheet of 10+2/ Intermediate/ Equivalent examination/ Three years Diploma Course/ Two years vocational course OR calculated as per the rules of concerned Education Board/ Polytechnic Institute shall only be considered. (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be rounded off to 50%)
4	Stream	Agniveervayu (other than science).
5	Time & Date of Rally	Reporting time at Rally Venue: **6 AM on 20 Mar (For female) and 22 Mar 26 (For male)**(as per data is given below at Para 6) & Last time to report **1000 Hr.**
6.	Domicile States Covered	**20 Mar 26**: Female candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim. **22 Mar 26**: Male candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim

FOR DETAILED ADVERTISEMENT LOG ON TO WEB PORTAL https://agnipathvayu.cdac.in

Scan QR code for detailed information

CBC- 10803/11/0031/2526

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. মেসার্স সঞ্জয় কুমার মন্ডল এবং ২. শ্রী সঞ্জয় কুমার মন্ডল (স্বত্বাধিকারী), ৩. শ্রীমতি সুবর্ণ মন্ডল	ক) ১৯,৯৬,০৯৩.০০ টাকা লোন এ/সি নং 920030009065411, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **১,৩৬,৮৭২.৩০ টাকা** লোন এ/সি নং 922060049942412, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৮.১০.২০২৫ গ) ১২.০৩.২০২৬

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫.২৬ ডেসিমেল কমবেশি, অবস্থিত মৌজা-রায়বাটী, জেএল নং ১০১, এলআর খতিয়ান নং ৪২৬, এলআর প্লট নং ৮২৯, ৮৩০, থানা : মেমারি, সাতগাছি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা পূর্ব বর্ধমান, তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ, ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।

তারিখ : ১৪.০৩.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

SREI

শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স লিমিটেড

CIN: U29219WB1985PLC055352
ফর্ম নং, আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে
শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স লিমিটেড
এর রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে (রিজিওনাল ডিরেক্টর-কে প্রদত্ত ক্ষমতা)
ইস্টার্ন রিজিয়ন
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়।
এবং
বিষয়: শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স লিমিটেড ('কোম্পানি'), রেজিস্টার্ড অফিস: 'বিশ্বকর্মা', ৮৬সি, তোপসিয়া রোড (সাউথ), কলকাতা - ৭০০০৪৬, পিটিশনার।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে (আঞ্চলিক পরিচালককে প্রদত্ত ক্ষমতা) আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়, যাতে কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি" তে পরিবর্তন করতে পারে, যা কোম্পানির নিবন্ধক, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি এবং হরিয়ানার এখতিয়ারাধীন, **১ এপ্রিল, ২০২৬** অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও তারিখ থেকে কার্যকর হবে (আঞ্চলিক পরিচালককে প্রদত্ত ক্ষমতা)।
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিয়ন), কর্পোরেট ভবন, ৬ নং ফ্লোর, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ সমীপে তাঁর (পুং/স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স লিমিটেড
'বিশ্বকর্মা', ৮৬সি, তোপসিয়া রোড (সাউথ),
কলকাতা - ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
উল্লিখিত ব্যক্তি: মিঃ মনোজ কুমার, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিসিও
ই-মেল: secretarial@srei.com
শ্রেয়ী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ-
মনোজ কুমার
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিসিও
তারিখ : ১৪.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

এসআইআরের জের!

বিচারাধীন ভোটারদের লাগাতার হুমকি, হৃদরোগে মৃত্যু কালিয়াচকের বিএলও'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় আবারও এসআইআর পরবর্তী আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল কালিয়াচকের এক বিএলও'র। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বিচারাধীনের তালিকায় থাকা ভোটারদের একাংশের বাড়ি ছাড়া করে দেওয়ার হুমকি এবং রোজার সময় রাত জেগে কাজের চাপ নিতে পারেননি তাঁদের পরিবারের গৃহকর্তা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে অসুস্থ হন ওই বিএলও। তড়িঘড়ি তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসার পথে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মৃতের পরিবার থেকে প্রতিবেশীরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের এসব বিষয়ে দেখা উচিত। বাড়ির একমাত্র উপার্জনশীল গৃহকর্তার মৃত্যুতেই গোটা পরিবার সমস্যায় পড়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আবুল বরকত (৫১)। তিনি বামুনগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। পেশায় শোভানিয়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন তিনি। এবারে ১৫৩ নম্বর বুথের বিএলও'র দায়িত্বে ছিলেন আবুল বারকত। সেখানকার প্রায় ১,৪০০ ভোটারের মধ্যে ৫৭৯ জনের নাম

বিচারাধীন আসে। আর তাতেই শুরু হয় অশান্তি। অধিকাংশ বিচারাধীন ভোটারেরা বিভিন্ন নথি ফাইল বন্দি করে ওই বিএলও'র বাড়িতে মাঝেমধ্যেই হানা দিত বলে অভিযোগ। বাড়িতে গিয়ে ওই বিএলও'কে এলাকা ছাড়ার হুমকিও পর্যন্ত দেওয়া হতো। কেন তাদের নাম বিচারাধীন তালিকায় থাকলো তার কৈফিয়ৎ মাঝেমধ্যেই চাওয়া হতো বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ। আর এতে আতঙ্কিত হয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই চরম অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বিএলও। তড়িঘড়ি তাকে চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়র ব্যবস্থা করা হলে, পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের ছেলে হাসিব আখতার বলেন, 'বাবা নিয়মিত রোজা করছিল। সারাদিন তো না খেয়েই থাকতেন। তার ওপর রাত ২ টো পর্যন্ত কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কয়েকজন ভোটার এসে বাবাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল তাঁরা সব তথ্য এসআইআর-এর আবেদনে জমা দিয়েছে। তারপরেও কেন অ্যাড জুডিকশনে নাম এল। ভোটার তালিকায় নাম না উঠলে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে গোটা পরিবারকে। সব সময়ই মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করছিল। এছাড়াও রাস্তাঘাটে বিচারাধীন একাংশ ভোটারেরা বাবাকে দেখতে পেলে হুমকি দিত। কেন তাদের নাম ভোটার তালিকা উঠলো না সে ব্যাপারে ধমক দেওয়া হতো। এমন কি বাবাকে এলাকাছাড়া করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এত মানসিক চাপ উনি নিতে পারেননি। আর তাতেই অসুস্থ হয়ে পরে হৃদরোগে মৃত্যু হয় তাঁর। এমন ঘটনায় আমরা নির্বাচন কমিশনকেই দায়ি করছি।' এদিকে এই ঘটনার বিষয় দুঃখপ্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'আর কত মৃত্যু হলে বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা নির্বাচন কমিশন শান্ত হবে? মালদাতে ইতিমধ্যে এখনও পর্যন্ত চারজন বিএলও কোথাও অসুস্থ হয়ে, আবার কোথাও আত্মঘাতী হয়ে মারা গিয়েছেন। তাদের পরিবারগুলির কি অবস্থা একবারও কি নির্বাচন কমিশন ভেবেছে? বিজেপি সরকার তো নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে রাজনীতি করছে।' বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাস বলেন, 'যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। কিন্তু এখানে তৃণমূল বিজেপিকে মিথ্যা ভাবে দোষারোপের কাঠগড়ায় তুলে ধরছে। তৃণমূলের এমন অভিযোগ গুরুত্বহীন।' এদিকে এসআইআর পরবর্তী তালিকা প্রকাশের পর শুক্রবার দুপুরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় থাকায় আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদের সামিল হলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের কর্মকর্তারা। এদিন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক টিংকুর রহমানের উদ্যোগে মোথাবাড়ি বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লকের বিডিওকে একটি স্মারকপত্র দেওয়া হয়।

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি জেলা সভাপতির পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে না বাজতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বড়সড় রদবদল গেরুয়া শিবিরে। শুক্রবার নাটকীয়ভাবে বিজেপির জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন স্বরূপ চৌধুরী। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁর এই পদত্যাগ জেলার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। শুক্রবার বালুরঘাটে দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন স্বরূপ চৌধুরী। সেখানেই তিনি জেলা সভাপতির পদ ছাড়ার ঘোষণা করেন। তবে কেন এই আচমকা সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি তিনি। সাংবাদিকদের বারবার প্রশ্নের উত্তরেও তিনি শুধু এটুকুই জানান যে, তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এরপরই জেলা দপ্তরে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন তিনি। দলের জেলা সভাপতির এই হঠাৎ প্রস্থানে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। দলীয় সূত্রের খবর এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে দলের অন্দরে চলা টানাপোড়েনই এই ইস্তফার অন্যতম কারণ হতে পারে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, স্বরূপবাবু নিজে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু টিকিট পাওয়ার বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা না মেলাতেই তিনি এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভোটের মুখে জেলা সভাপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের এই শূন্যতা বিজেপি শিবিরের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। স্বরূপ চৌধুরীর ইস্তফার পর দক্ষিণ দিনাজপুরে দলের সাংগঠনিক কাজ কীভাবে পরিচালিত হবে এবং তাঁর জায়গায় কাকে স্থলাভিষিক্ত করা হবে, এখন সেটাই দেখার। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের ঠিক আগে এই কোন্দল বা পদত্যাগ সাধারণ কর্মীদের মনোবল কমিয়ে দিতে পারে, যা প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। এ বিষয়ে স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছি এবং শেষবার জেলা সভাপতির দায়িত্বও। তবে আমার সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মনে হয়েছে, আমার পক্ষে এই দায়িত্ব আর পালন করা সম্ভব নয়। তাই আমি স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিলাম। এখন দলের একটা ভালো সময় আসছে, দল আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশা করি। প্রার্থী নিয়ে কোনও মান-অভিমান নেই, আমি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বাগনানে সাবেক উনুনের চাহিদা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধের জেরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সংকট দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যেই। পেট্রোল পাম্পগুলিতে যেমন তেলের জোগান কমেছে, তেমনি কমেছে গ্যাসের সরবরাহ। ইতিমধ্যেই পেট্রোল ও গ্যাসের ব্যবহার সীমিত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সাধের গ্যাসে টান পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ায় আমাদের দেশে ও বাড়ানো হয়েছে গ্যাসের দাম। তার ওপর জোগান কম। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এবার সাবেক উনানে যে মধ্যবিত্ত রান্না করতে চায় তার প্রমাণ মিললো গ্রামীণ হাওড়ার আধা শহর বাগনানে। এখানে কয়েকটি সাবেক উনান তৈরির দোকান রয়েছে। তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে এই কয়েক দিনে উনানের বিক্রি এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেছে। অনেক অর্থবান গৃহস্থ ও উনান কিনে নিয়ে গেছেন। পাইকারি বিক্রি ও বেড়েছে। স্টিলের বালতিতে ছিদ্র করে শিকের মাধ্যমে এমন উনান তৈরি করা হচ্ছে যাতে কয়লা ও কাঠ দিয়ে রান্না করা সম্ভব। এই টু ইন ওয়ান উনানের চাহিদা এখন তুঙ্গে। গ্যাস সংকটের মোকাবিলায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তাই ফিরছে সাবেক উনানে একথা বলাই যায়।

তৃণমূলের লিখন মুছে পদ্ম আঁকলেন দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: খড়গপুরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির দখল করা দেওয়ালে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার মুছে পদ্ম আঁকলেন দিলীপ ঘোষ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে খড়গপুর শহরে জনসম্পর্ক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন তিনি। শুক্রবারও চা চক্র সহ খড়গপুর শহরে পথসভা করেছেন। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'খড়গপুরে তৃণমূলের দৌরাত্ম্য ও পুলিশের মদতে দুষ্কৃতী দৌরাত্মক অব্যাহত রয়েছে।' এদিন দিলীপ ঘোষ খড়গপুর শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রবীর ঘোষ বিজেপির চিহ্নিত করা দেওয়ালে যে প্রচার লিখনী শুরু করেছিলেন তা মুছে দিয়ে পদ্মফুল আঁকেন। এরপর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুচ্ছ অভিযোগ তুলে গ্যাস সংকট ইস্যুতে বলেন, 'পর্যাপ্ত পরিমান গ্যাসের জোগান রয়েছে। কিন্তু কালোবাজারি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয। এই গ্যাস সংকট ইস্যু শাসক দলের মদতে হচ্ছে।' বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করে সংসদে অপসারণ নোটিশ দেওয়া প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'স্পিকারের

অপসারণ দাবি করে বিরোধীরা একই কাজ করেছিল। মুখ পুড়েছে। ওরা এস আই আর ইস্যুতেও একই রকম উদ্যোগ নিয়েছিল। মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এ পর্যন্ত সাংবিধানিক ইস্যুর প্রতিবাদ করে কারো জয় হয়নি। উল্টে নিজেদের ক্ষতিই হয়েছে। একই দশা হয়েছিল সিপিআইএম-এর। ওদের মাথায় রাখা উচিত বিষয়টা বিচারকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।'

তৃণমূলের রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ বয়কট প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাষ্ট্রপতি এই রাজ্যে এলে যে তৃণমূল দেখা করে না। তারা কোন মুখে দিল্লিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চায়।' শুক্রবার খড়গপুর শহরে এক পথসভাতে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'খড়গপুর শহরের দুষ্কৃতি দৌরাত্ম্যের পেছনে রয়েছে এখানকার পুলিশ। পুলিশ খড়গপুর শহরে গুন্ডা তৈরি করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পুলিশকে এসব কাজে সহযোগিতা করে। আমাদের কাজ সেই খড়গপুরকে শান্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।' দিলীপ ঘোষের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, 'দিলীপ ঘোষ বাংলার বিচিত্র চরিত্র। কখনও নিজেকে যোগী বলেন কখনও সাধু বলেন। যোগী হলে নিউটাউনে এত বড় বাড়ি হল কি করে? মানুষ ওর কথার কোন গুরুত্ব দেবে না।'

বিপাকে পূর্বস্থলীর পেঁয়াজ চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: দাম তলানিতে নেমে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন পূর্বস্থলীর পেঁয়াজ চাষিরা। বর্তমানে মাঠ থেকেই কেজি প্রতি মাত্র ৬ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। ঝুরো পেঁয়াজের পাইকারি দর নেমে এসেছে কেজি প্রতি প্রায় ৫ টাকায়। চাষিদের অভিযোগ, ফোঁড়েদের দাপটে মহাজনরা সরাসরি জমিতে আসতে পারছেন না। ফলে ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা। এদিকে এলাকায় ব্যাপক ফলন ও বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ থাকায় বাজারে দামের ধস নেমেছে। এতে বিঘে প্রতি প্রায় ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়ছেন চাষিরা। পূর্বস্থলী ১ ও ২ নম্বর ব্লকের সিংহারি, লক্ষ্মীপুর, কল্যাণপুর, বাবুইডাঙা, মেড়তলা, সরডাঙা, বকপুর ও নাদনঘাট-সহ বিভিন্ন এলাকায় এ বছর পেঁয়াজের ভালো ফলন হলেও কম দামের কারণে উদ্বেগে রয়েছেন কৃষকরা।

রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট

গ্রামে ফিরছে কাঠের উনুনের দিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে যখন আধুনিক জীবনের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে রান্নার গ্যাস। তখনই সেই গ্যাসের তীব্র সংকটে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের কয়রাপুর-সহ আশপাশের একাধিক এলাকায় দেখা দিয়েছে রান্নার গ্যাসের অভাব। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শহরাঞ্চলে যেখানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার পেতে প্রায় ২৫ দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে, সেখানে গ্রামাঞ্চলে সেই সময়সীমা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ দিন।

এই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। অনেক পরিবারই জানাচ্ছেন, একটি গ্যাস সিলিন্ডার সাধারণত ২০ থেকে ২২ দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

বিশেষ করে যেসব পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু নতুন সিলিন্ডার যদি ৪৫ দিনের আগে না মেলে, তাহলে বাকি দিনগুলো কীভাবে রান্না হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বহু পরিবার।

স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, বাধ্য হয়ে এখন অনেকেই গ্যাসে সামান্য কাজ সেরে বাকি রান্নার কাজ করতে আবার কাঠ বা মাটির উনুনের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। ফলে ধোঁয়া, বাড়তি পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট, সব মিলিয়ে ভোগান্তি বাড়ছে প্রতিদিন। কয়রাপুর এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'গ্যাসের জন্য বুকিং করার পরও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতদিন গ্যাস ছাড়া সংসার চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত আবার কাঠ জোগাড় করে রান্না করতে হচ্ছে।' স্থানীয়দের মতে, আধুনিক সময়ে এসে আবার মাটির উনুন ও কাঠের উপর নির্ভর করতে হওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এতে যেমন পরিবেশ দূষণ বাড়ছে, তেমনি গৃহস্থালির কাজও অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্ত পরিবার গুলি দাবি করছে, গ্যাস বুকিং করেও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি তারা জঙ্গলে পাতা কুড়াতে যাবে, নাকি কাঠ কাটতে যাবে? এলাকার মানুষের দাবি, দ্রুত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করতে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট গ্যাস সংস্থাগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। না হলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা।

বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ঘোষণা রাজ্যের

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত সদগোপ সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন ও দাবি জানিয়ে আসার পর অবশেষে সদগোপ সম্প্রদায়ের জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের নেতৃত্বরা। পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের রাজ্য সভাপতি অবনী কুমার ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই সদগোপ সমাজের পক্ষ থেকে একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের দাবি জানানো হচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে সমাজের মানুষ উপকৃত হবেন।' বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি চন্দ্রশেখর সাউ বলেন, 'সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বোর্ড গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় সদগোপ সমাজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হবে এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।' তিনি আরও বলেন, 'সদগোপ সমাজের অধিকাংশ মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং রাজ্যের খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাই এই উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে কৃষক সমাজের উন্নয়ন এবং কৃষিকাজের অগ্রগতির দিকেও নজর দেওয়া সম্ভব হবে।' সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুন্ডা (এসটি), কোরো (এসটি), ডোম (এসসি), কুম্ভকার (ওবিসি) এবং সদগোপ (ওবিসি) সম্প্রদায়ের জন্য নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ডগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমাজের রাজ্য নেতৃত্বের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক কোটিরও বেশি সদগোপ সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস রয়েছে। তাই এই উন্নয়ন বোর্ড গঠন হওয়ায় সমাজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার বিভিন্ন অনগ্রসর ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে। সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ঘোষণায় তাই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার সদগোপ সমাজের জন্য আলাদা উন্নয়ন বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে এই ঘোষণাকে সদগোপ সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অনেকের মতে, ভবিষ্যতে এই বোর্ড সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। সদগোপ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ঘোষণায় খুশি পশ্চিমবঙ্গের সদগোপ সমাজের মানুষজন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট ৪এ
দ্রষ্টব্য রুল ৬(২) এবং ৮(৬)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **১৭.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টেপর্যন্ত "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) দায়বদ্ধতা যদি থাকে চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. **শ্রী কৃষ্ণেন্দু দে (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা : ১০/১০ শান্তি পল্লি, পর্ণশ্রী পল্লি, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৬০। ২. **শ্রী কৃষ্ণেন্দু দে (ঋণগ্রহীতা)** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তল, জি-২ তলা ভবনে, ৭৬৪, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা- ৭০০০৬০। ৩. **শ্রীমতি সঞ্চয়িতা দে (ওরফে মন্ডল) (জামিনদাতা)** ঠিকানা : ৪৪/৫ মহেন্দ্র ব্যানার্জিঠ রোড, পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা - ৭০০০৬০। ৪. **শ্রীমতি সঞ্চয়িতা দে (ওরফে মন্ডল) (জামিনদাতা),** ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তল, জি-২ তলা ভবনে, ৭৬৪, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা- ৭০০০৬০। খ) **শাখা : পর্ণশ্রী পল্লি।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য়তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট , জি-২ তলা ভবনে, ৭৬৪ , মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, রবীন্দ্রনগর কলকাতা- ৭০০০৬০, খতিয়ান নং ১৩৩০, তৌজি নং ৩৪৬, দাগ নং ৭৮৬, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৯, থানা : পর্ণশ্রী, উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং ১-৭৯১৬/২০১৮ তারিখ ১৪.০৮.২০১৮, **সম্পত্তি শ্রী কৃষ্ণেন্দু দে এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৬০/৪/এ, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৬০, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৬০/৪, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭/৫, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৬০।	**৯,৮৪,৪৭০.০০ টাকা (নয় লাখ চুরাশি হাজার চারশ সত্তর টাকা) ১৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর নিকট**	ক) **২২,৯৭,৬১০.০০ টাকা (বাইশ লাখ সাতানব্বই হাজার ছশো দশ টাকা)** খ) **২,২৯,৭৬১.০০ টাকা (দুই লাখ উনত্রিশ হাজার সাতশ একষট্টি টাকা)** ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **৫০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB50456675927** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৬.০৩.২০২৬ থেকে ১৬.০৪.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt. Ltd এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন এবং ইএমডি স্ট্যাসাসের জন্য support.ebkray@psballiance.com. মেল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https//baanknet.com এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : রানা করণ কুমার সিং (শাখা ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার) (মো - ৯৭৩২৫৭৯৭৩৯)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৪.০৩.২০২৬ স্থান- কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার,ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H005412106 21035349	1. অর্ণব চক্রবর্তী – ঋণগ্রহীতা 2. কৃত্তিকা চক্রবর্তী এবং মেসার্স ইনগ্রেস সফ্টওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (ইহার ডাইরেক্টর অর্ণব চক্রবর্তী'র মাধ্যমে) – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, নৈহাটি থানার অন্তর্গত নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 27 অধীনে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 158 (দলিল অনুসারে) এবং 158/বি, ঋষি বঙ্কিম স্ট্রীট "অমৃতা সদন" হিসাবে পরিচিত ও নাম্বারযুক্ত মৌজা কাঁঠালপাড়া জে.এল. নং 4'য়ে আর.এস. খতিয়ান নং 1154 এবং এল.আর. খতিয়ান নং 397 অধীনে আর.এস. দাগ নং 2164/3477 এবং এল.আর. দাগ নং 3211–এর অংশ গঠন করা উহার ওপর অধিষ্ঠিত প্রায় 4063 বর্গফুট বা 9.31 শতক পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গঠিত ও নির্মিত ইমারতের সমগ্র ফার্স্ট ফ্লোরে প্রায় 1438 বর্গফুট পরিমাপের সমগ্র ফ্ল্যাট। পূর্বে: রাম বালি হরিজন পশ্চিমে: তপন কুমার রায়চৌধুরি উত্তরে: স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষ দক্ষিণে: 4 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ	08-12-2025	02/12/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ41,44,984.41/– (একচল্লিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার নয়'শো চুরাশি টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)	11-03-2026 প্রতীকমূলক দখল
KOLHL1700 0603	1. মেসার্স ইনকোটেক ইঞ্জিনিয়ার্স প্রাঃ লিঃ (ইহার মালিক শ্যামাপদ চ্যাটার্জী'র মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা 2. সৌভিক চ্যাটার্জী এবং শ্যামাপদ চ্যাটার্জী – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 30, মৌজা শ্রীপুর বাঘেরঘোলার সীমার মধ্যেই দাগ নং 1588, খতিয়ান নং 877 থেকে ডিমারকেটেড স্কীম প্লট নং 15 এবং 16, থানা – সোনারপুর, পরগণা মাগুরা, তৌজি নং 1, আর.এস. 172, জে.এল. নং 59 অধীনে মোট জমির পরিমাপ 4 কাঠা 3 ছটাক 17 বর্গফুট। যেখানে থাকা সম বা সামান্য বেশী বা কম হবে একত্রে একটা খুব পুরনো ঘরবসত আর.টি. শেড কাঠামোর মোট পরিমাপ 100 বর্গফুট এবং কথিত জমি নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : পূর্বে: দাগ নং 1588–এর জমি। পশ্চিমে: দাগ নং 1589–এর জমি। উত্তরে: 12 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং দাগ নং 1588–এর জমি। দক্ষিণে: দাগ নং 1588–এর জমি। অনুসূচি-II রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 30, মৌজা শ্রীপুর বাঘেরঘোলার সীমার মধ্যেই যথাক্রমে স্কীম প্লট নং 19 এবং 20, থানা – সোনারপুর, পরগণা মাগুরা, তৌজি নং 1, আর.এস. 172, জে.এল. নং 59 অধীনে মোট জমির পরিমাপ 14 কাঠা 8 ছটাক 17 বর্গফুট। যেখানে থাকা সম বা সামান্য বেশী বা কম হবে একত্রে খুব পুরনো দুটো পৃথক ঘরবসত আর.টি. শেড কাঠামোর মোট পরিমাপ 400 বর্গফুট। যেটার বাইরে দাগ নং 1587 থেকে জমির পরিমাপ 12 কাঠা 7 ছটাক 14 বর্গফুট এবং দাগ নং 1588, খতিয়ান নং 531 হাল 1164 এবং 877 থেকে জমির পরিমাপ 2 কাঠা 1 ছটাক 3 বর্গফুট এবং কথিত জমি নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : পূর্বে: দাগ নং 1588 এবং 1587–এর অংশ। পশ্চিমে: দাগ নং 1589–এর জমি। উত্তরে: দাগ নং 1588–এর জমি। দক্ষিণে: কেয়া বাগান রোড।	08-12-2025	02/12/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ56,95,464.72/– (ছাপান্ন লাখ পঁচানব্বই হাজার চার'শো চৌষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র)	12-03-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 14.03.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

জ্ঞানেশকে সরাতে সংসদের দুই কক্ষে জমা পড়ল প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসাবে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন জ্ঞানেশ কুমার, এই অভিযোগ তুলে সংসদের দুই কক্ষে লিখিত প্রস্তাব জমা দিলেন বিরোধী সাংসদেরা। তৃণমূল সূত্রে খবর, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে লোকসভায় ১৩০ জন সাংসদ এবং রাজ্যসভার ৬৩ জন সাংসদের সই সংবলিত নোটিস জমা পড়েছে।

উল্লেখ্য, দেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে অপসারণের পদ্ধতি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিকে অপসারণের মতোই। অসদাচরণ বা অক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে ইমপিচমেন্ট সম্ভব। প্রথমে অপসারণের প্রস্তাব লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পেশ করতে হয়। সেই প্রস্তাবই শুক্রবার সংসদের দুই কক্ষে জমা দেওয়া হল।

সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, সাংসদদের অধিকাংশ 'ইন্ডিয়া'-র সদস্য। তবে ওই বিরোধী শিবিরের অংশ না হয়েও আম আদমি পার্টির সাংসদেরা জ্ঞানেশের অপসারণ চেয়ে সই করেছেন। বেশ কয়েক জন নির্দল সাংসদও নোটিসে সই করেছেন। বস্তুত, এই প্রথম কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাতে সংসদের দুই কক্ষে প্রস্তাব জমা পড়ল।

সূত্রের খবর, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে দপ্তরে বা দায়িত্বে থাকাকালীন পক্ষপাতদুষ্ট ও বৈষম্যমূলক আচরণ, নির্বাচনী জালিয়াতির তদন্তে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধাদান এবং ভোটাধিকার বঞ্চিত করার মতো অভিযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কিছু অবিজেপিশাসিত রাজ্যে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে একাধিক বার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে। তিনি বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠে।

১৫০০ পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: ইরান যুদ্ধে জেরে লাগাতার রক্তক্ষরণ দেশের শেয়ার বাজারে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হল না। এদিনও একধাক্কায় প্রায় ১৫০০ পয়েন্ট পড়েছে সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে নেমেছে নিফটিও। যার জেরে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় উধাও হয়ে গিয়েছে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ৯ লক্ষ কোটি টাকা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে যে কোনও রকম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

শুক্রবার সকালে বাজার খোলার পরই ধস নামতে দেখা যায় বাজারে। সেনসেক্স ৬৬০ পয়েন্ট পতনের সঙ্গে বাজার খোলে এদিন। এরপর বেলা যত বাড়তে থাকে লাগাতার নিম্নমুখী হয় বাজার। ব্যাঙ্ক নিফটিতেও বিরাট পতন দেখা গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে বাজার বিশ্লেষকদের পরামর্শ, আপাতত বড় লাভের আশা না করাই ভালো। খুব সতর্ক থেকে ট্রেডিং করতে হবে। তবে হুড়মুড় করে শেয়ার বিক্রি করে ফায়দা তোলাটাও খুব একটা লাভজনক হবে না। অতীত উদাহরণ টেনে বিশ্লেষকরা বলছেন, কোভিড অতিমারি হোক বা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-প্রাথমিক আতঙ্ক কেটে গেলেই বাজার ফের উর্ধ্বমুখী হয়েছে। সেকথা মাথায় রেখেই বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ঋতুকালীন ছুটির আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ: ঋতুকালীন ছুটি দিলে কোনও সংস্থাই মহিলাদের নিয়োগ করবে না। বেনজির মন্তব্য করলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ঋতুকালীন ছুটি সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল। আবেদনকারী জানান, শীর্ষ আদালত যেন রাজ্যগুলিকে ঋতুকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, ঋতুকালীন ছুটি যদি আইনতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে কোনও সংস্থা মহিলা কর্মীদের নিয়োগ করবে না।

শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী নামে এক আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ঋতুকালীন ছুটি চেয়ে। তাঁর আপিল ছিল, ছাত্রী হোক বা কর্মরত মহিলা কর্মী-সকলের জন্যই ঋতুকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা উচিত। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সেই আবেদন সটান খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই ছুটি দিলে মহিলাদের মনে ভয় ঢুকে যাবে। তাঁদের মনে হবে পুরুষদের তুলনায় তাঁরা পিছিয়ে। ঋতুকালীন সমস্যা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা ঠিক আছে। কিন্তু যে মুহূর্তে ঋতুকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হবে, একের পর এক সংস্থা মহিলা কর্মীদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করে দেবে। কর্তৃপক্ষের মানসিকতা আপনারা জানেন না। আইন তৈরি হলে তারা বলবে মহিলারা নিম্নমানের, ঋতুস্রাব খুব খারাপ বিষয় ইত্যাদি।'

'হামলায় জখম হলেও জীবিত মোজতবা'

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ: জখম হলেও জীবিত রয়েছেন ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই। শুক্রবার সকালে এই দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় সম্ভবত উনি বেঁচে রয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আমার ধারণা, তিনি সম্ভবত কোনও না কোনও অবস্থায় বেঁচে রয়েছেন।'

বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'দ্য সান' দাবি করেছিল, মার্কিন হামলায় গুরুতর জখম হয়ে কোমায় চলে গিয়েছেন ইরানের নবনির্বাচিত সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোজতবার অডিও বিবৃতি প্রচার করা হয় ইরানের সরকারি টিভি চ্যানেলে। ঘটনাচক্রে, তার পরেই ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প মোজতবার জখম হওয়া এবং জীবিত থাকার সম্ভাবনা কথা জানালেন।

অডিয়ো বিবৃতিতে আমেরিকা এবং ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নিহত আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের ৫৬ বছর বয়সি পুত্র বলেন, 'যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যাঁরা নিহত হয়েছেন এ বার তাঁদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়াই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' পাশাপাশি ওই বিবৃতিতে মোজতবা জানিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে রাখবে ইরান সেনা। তাঁর কথায়, 'শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসাবেই অবরুদ্ধ করে রাখা হবে হরমুজ প্রণালী।' সেই সঙ্গে কার্যত আমেরিকা-ইজরায়েল যৌথবাহিনীর উপর 'যুদ্ধবিরতির শর্ত' আরোপ করে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা জানান, ওয়াশিংটন যদি পশ্চিম এশিয়া-সহ বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেনাঘাঁটিগুলি বন্ধ করে তবে তেহরানও প্রত্যাঘাতের পথ থেকে সরে আসবে।

মোজতবার বৃহস্পতিবারের ওই বিবৃতির আগে 'দ্য সান'-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, মার্কিন হামলায় ৫৬ বছর বয়সি মোজতবা পা হারিয়েছেন। তাঁর যকৃতেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। কোমায় চলে গিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, মোজতবা বর্তমানে রাজধানী তেহরানের সিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা হাসপাতাল ভবনটিকে কড়া নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে ঘিরে রাখা হয়েছে। ইরানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মহম্মদ রেজা জাফরগজানির নেতৃত্বাধীন মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করছে।

ময়দান

প্রতিপক্ষের পিচে অনুশীলন নয়, আইপিএলের আগে নির্দেশ বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আইপিএল। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার প্রথম দফার সূচি প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। আপাতত ১২ এপ্রিল পর্যন্ত ম্যাচের সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সব দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে কঠোর কিছু নির্দেশও দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, যাতে প্রতিযোগিতায় কোনও দল বাড়তি সুবিধা না-পায়।

এক ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, অনুশীলন সংক্রান্ত নিয়মে বড় পরিবর্তন এনেছে বোর্ড। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও দল তাদের নেট সেশনের সময় সেই পিচে অনুশীলন করতে পারবে না যেখানে প্রতিপক্ষ দল ইতিমধ্যেই অনুশীলন করেছে। প্রতিটি দলকে আলাদা পিচে অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। বোর্ডের মতে, এতে প্রতিযোগিতার ন্যায্যতা বজায় থাকবে এবং কোনও দল প্রতিপক্ষের অনুশীলন দেখে বাড়তি সুবিধা নিতে পারবে না।

বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছে, অনুশীলনের জন্য প্রতিটি দলকে নতুন পিচ ব্যবহার করতে হবে। কোনও দল আগে অনুশীলন শেষ করলেও অন্য দল সেই একই পিচে অনুশীলন করতে পারবে না। এমনকি থ্রো ডাউন বা আলাদা করে ব্যাটিং অনুশীলনের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ প্রতিটি দলের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা অনুশীলন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড। কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের প্রথম হোম ম্যাচের চার দিন আগে মূল ম্যাচের উইকেটের পাশের অংশে অনুশীলন করতে পারবে না।

বোর্ডের মতে, এতে ম্যাচের উইকেটের মান অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং পিচের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে না। প্রতিটি দলের জন্য দু'টি করে নেট পিচ বরাদ্দ থাকবে। তবে হোম দল অনুশীলনে আগে নামবে না পরে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। এদিকে আইপিএল শেষ হওয়ার পর থেকেই ভবিষ্যতের বড় লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বোর্ডের নজর এখন ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের দিকে। সেই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। হাতে এখনও বেশ কয়েক বছর সময় থাকলেও, প্রস্তুতি শুরু করতে দেরি করতে চাইছে না বোর্ড। গত কয়েক বছরে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। পরপর দু'বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি ২০২৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছে ভারত। তবে একদিনের ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরেই বড় শিরোপা অধরা।

২০১১ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর আর কোনওবার এই ফরম্যাটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারত। ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেও শেষ পর্যন্ত শিরোপা হাতছাড়া হয়। এই কারণেই ২০২৭ সালের বিশ্বকাপকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বোর্ড। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় বোর্ড নাকি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে একদিনের ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানো। বোর্ডের বিশ্বাস, বেশি সংখ্যক একদিনের ম্যাচ খেললে এই ফরম্যাটে দলের প্রস্তুতি আরও মজবুত হবে এবং আগামী বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের সম্ভাবনাও বাড়বে।

ইস্টবেঙ্গলে ক্লাব বনাম অস্কার, কোচের অভিযোগের পালটা দেবব্রত সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। লিগ টেবিলে পয়েন্টের খাতা খুলতে না-পারা কেরালার বিরুদ্ধে জয়ে ফিরতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তেমনটাই জানালে কোভ অস্কার ব্রুঁজো। দলে চোট আঘাত সমস্যা কাটিয়ে সমর্থকদের জন্য ঘরের মাঠে তিন পয়েন্ট তুলতে মরিয়া লাল-হলুদ ব্রিগেড। কেভিন সিবিল্লের ম্যাচ ফিট হতে সময় লাগলেও সুস্থ হয়েছেন মাঝমাঠের ভরসা সউল ক্রেস্পো।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে এসে কোচ অস্কার বলেন, 'দু' দিন আগে যে শেষ মেডিক্যাল রিপোর্ট আমরা পেয়েছি, তাতে দেখা গিয়েচে কেভিনের চোটটা অনেকটাই সেরে উঠছে। অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো, তবে পেশির যে টান রয়েছে তা পুরোপুরি সেরে উঠতে এখনও প্রায় পাঁচ থেকে সাত দিন লাগবে। তারপর ওকে আবার রিহ্যাব শুরু করতে হবে। তাই ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতির আগে কেভিনকে পাওয়ার আশা করবেন না। তবে আইএসএলের শেষ সাতটি ম্যাচে সে দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠবে।'

পাশাপাশি অস্কার যোগ করেছেন, 'যেখানে আমরা এখন আছি। এর বাইরে যা বলা হচ্ছে সেগুলো অনেকটা স্বপ্ন বা গল্প-হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে দলকে বিভক্ত করা বা অস্থির করার চেষ্টা। কিন্তু দলের ভেতরে আমরা সেগুলোকে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছি না। গত বছর আমি এখানে চতুর্থ ম্যাচের সময় এসেছিলাম, এবং প্রথম পয়েন্ট পেতে আমাদের ছ'টি ম্যাচ লেগেছিল। কিন্তু এই বছর চার ম্যাচে আমাদের সাত পয়েন্ট রয়েছে। আইএসএল ইতিহাসে এটা ইস্টবেঙ্গলের সেরা শুরু। আগামীকাল পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্টে পৌঁছানোর সুযোগ আছে, যার মানে হবে প্রতি ম্যাচে গড়ে দুই পয়েন্ট। তাই আমি আমার ধারণা বদলাব না। দলের ভেতরে আমরা জানি আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং আমাদের লক্ষ্য কী। আমরা টেবিলের উপরের দিকে শেষ করতে চাই। আরও ভাল হলে টপ সিক্সে শেষ করতে চাই। তার থেকেও ভাল হলে প্রথম পাঁচে।' এদিকে নাম না-করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তিদের একহাত নিলেন অস্কার। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন, 'সমর্থকদের নিয়ে যে হতাশা বা ক্ষোভের গল্প ছড়ানো হচ্ছে, সেটা আসলে এক ধরনের 'ন্যারেটিভ'।

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI

NOTICE

Due to some unavoidable circumstances and administrative reasons the concerned tender vide **NIT No. WBPMID/DAS-I/EO/NIT-19/23-24, Date-09.02.2024** has been cancelled. For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

TENDERNOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 11/ Raipur GP/ APAS/ 2025-26 Vide Memo No. 135/ RGP/APAS/25-26, Dated: -13-03-2026,** The Last date for online submission of tender is **17/03/2026 Upto 12.00 P.M**. For details, please visit website: - https://wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 4138, Dt. 13/03/2026** for Improvement of Paver Block Road under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1022609_1,** Last Date of Bid Submission **27/03/2026 at 18.55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITI

NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-21/25-26, Memo No-279, Date- 12/03/2026

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date- **13.03.2026.** Bid Submission end Date- **20.03.2026.** Bid Opening Date- **23.03.2026.** For Details Please Visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samiti
Daspur :: Paschim Medinipur

পূর্ব রেলওয়ে

আইআরইপিএস টেন্ডার নং : ইআরডব্লুকে-ইএনভি-জিসিও-২৬, তারিখ ১২.০৩.২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পো.-কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইআরইপিএস-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে বাইরের এজেন্সি দ্বারা ৩ বছরের মেয়াদে পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ কাঁচরাপাড়ার গ্রিনকো রেটিংয়ের উন্নয়ন ও রি-সার্টিফিকেশন। **টেন্ডার মূল্য :** ৯,০২,৭০০ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং সম্পূর্ণ বিবরণ জিইএম পোর্টালে পাওয়া যাবে।

(MISC-416/2025-26)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 4111, Dt. 12/03/2026** for Construction of SWM Vehicle Shed at different area of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1022386_1 to 4,** Last Date of Bid Submission **27/03/2026 at 18.55 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights (30watt), in Ward No.-16, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/372/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID-2026_MAD_5013647_1

1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in Ward No.-13, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/370/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013653_1

1. Bid Submission Start date **14.03.2026 at 12.00.** 2. Prebid meeting date **18.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in Ward No.-22, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/371/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013642_1

1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights (30watt), in Ward No.-01, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/374/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013650_1

1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights (30watt), in Ward No.-03, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/375/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013652_1

1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2087/ 25-26/2nd Call Dated 13.03.2026	Construction of Two Storied Ward Office Building in Ward No.14, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.32,79,530.00

Bid Submission end date: **30.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-101/2025-26 (Sl. No. 1) Dated 13.03.2026

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1022521_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or http://wbtenders.gov.in

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-99/2025-26 (Sl. No. 1) Dated 13.03.2026

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1022291_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or http://wbtenders.gov.in

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM

NOTICE INVITING e-TENDER NO: WBMAD/ULB/BM/PW/15th FINANCE/NIT-63/2025-2026
Memo No:-4686/PWD/BM/2025-2026, Dated-11.03.2026
Number of Work:-12 (Twelve)
Sl. No. 1-12
Name of work: Different Civil work and Construction of conservancy shed in different words under Bolpur Municipality.

NOTICE INVITING e-QUOTATION NO: WBMAD/ULB/BM/PW/DEVELOPMENT FUND/NIQ-08/2025-2026, Memo No:-4735/PWD/BM/2025-2026, Dated-13.03.2026
Number of Work:-8 (Eight) Sl. No. 1-8
Name of work: Flooring work, VRVAC system for Bolpur Municipality Utsarga Auditorium and Renovation maintenance work at Adyashakti Park in ward no. 22 under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission 07.04.2026 at 6:00 PM for details see Bolpur Municipality Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

OFFICE OF THE PRODHAN
BONKATI GRAM PANCHAYAT
VILL & POST- BONKATI :
P.S- KANKSA:
DIST.-PASCHIM BARDHAMAN:
PIN-713148
Telephone No: 03432643340
E-mail:gp.bonkati@gmail.com

LEASE NOTICE

This is to publish for the knowledge of all interested persons that **Bonkati Gram Panchayat** having deed & title over 3.62 acres of land at Mouza: Gourangapur, JL no-28, Plot no: 1, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 and 251 wants to lease out the same. Applications, with rates as may be offered by interested parties, are invited from them addressed to the Pradhan Bonkati Gram Panchayat within the working days in between **16/03/2026 to 27/03/2026 (2 PM.)**

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in Ward No.-18, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/373/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
TENDER ID:
2026_MAD_5013649_1,
2026_MAD_5013649_2,
2026_MAD_5013649_3,
2026_MAD_5013649_4,
2026_MAD_5013649_5

1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 90/KP-II/E-TENDER/APAS/2026, Date : 13.03.2026.** Date of Publish of Tender: **13.03.2026 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **25.03.2026 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **30.03.2026 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/2160/25-26 Dated 13.03.2026	Construction of Surface Drain from the house of Rajesh Dey to Prabir Aich to falguni bowl at Sonarpur Sporting Union in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.5,02,231.00
WBMAD/ULB/ RSM/2161/25-26 Dated 13.03.2026	Construction of Concrete Road Beside Amulya Hardware shop at Buribattala Sitala mandir in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.5,77,694.00

Bid Submission end date: **23.03.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Construction of Public Toilet	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-19/2025-26(3rd Call)	7.56 Lakh	23.03.2026 at 2.00 PM
2.	Installation of screens at strom water	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-27/2025-26(2nd Call)	28.46 Lakh	28.03.2026 at 2.00 PM
3.	Const. of Car Washing Unit		41.70 Lakh	
4.	Upgradation of stormwater drainage system		29.72 Lakh	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for Construction of PCC Road from house of Kajal Rakshit via Jotsna Dutta to house of Babu Rewani in Ward No-01 under Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	14.03.2026	11.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	14.03.2026	12.00 P.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	21.03.2026	18.55 Hrs..onwards
4.	Opening Date	24.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-
2026_MAD_1022134_1

For more details Please log on to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আধুনিক পরিকাঠামো, আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ
রাষ্ট্রের প্রগতির সুদক্ষ পরিচালনা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৮,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের

ভারত সরকারের উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলির
শুভ উদ্বোধন, রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গীকরণ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং যাত্রার শুভ সূচনা

রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গীকরণ

কলাইকুন্ডা ও কানিমহুলীর মধ্যে (৫৫ আরকেএম) অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং,
প্রকল্প মূল্য ২০০ কোটি টাকা

বেলদা ও দাঁতনের মধ্যে (১৬ কিমি) ৩য় রেল লাইন,
প্রকল্প মূল্য ৩৬২ কোটি টাকা

যাত্রার শুভ সূচনা

পুরুলিয়া–আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লী) এক্সপ্রেস–এর

শুভ উদ্বোধন

১৯ নং জাতীয় সড়কের পানাগড় থেকে পালসিট পর্যন্ত শাখার ৬–লেনিং, দৈর্ঘ্য ৬৮ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ২৪৫০ কোটি টাকা

১১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর ভেদিয়া–তে ৪–লেন আরওবি এবং এটির সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ,
প্রকল্প মূল্য ১৯৫ কোটি টাকা

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে [এইচডিসি, এসএমপিএ] বার্থ নং. ২–এর যান্ত্রিকীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ২৯৮ কোটি টাকা

১৯ নং জাতীয় সড়কের বারওয়া আড্ডা থেকে পানাগড় পর্যন্ত শাখার ৬–লেনিং, দৈর্ঘ্য ১১৫ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ৩২৩৩ কোটি টাকা

ইছামতী নদীর উপর স্বরূপ নগর ব্রিজ (এনডব্লু–৪৪),
প্রকল্প মূল্য ১৬ কোটি টাকা

অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি পুনঃউন্নীত অমৃত স্টেশন (আনারা, তমলুক, হলদিয়া, বরাভূম, সিউড়ি ও কামাখ্যাগুড়ি)
প্রকল্প মূল্য ৭২ কোটি টাকা

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১১৬এ নং জাতীয় সড়কের ৪ লেন ইকনমিক করিডোর খড়গপুর মোরগ্রাম–এর উন্নয়ন, দৈর্ঘ্য ২৩১ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ১০,২৫০ কোটি টাকা

১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর কংসাবতী এবং শীলাবতী নদীর উপর ৪–লেন মেজর ব্রিজ নির্মাণ,
প্রকল্প মূল্য ৩০৫ কোটি টাকা

খিদিরপুর ডকে [কেডিএস, এসএমপিএ] ড্রেনেজ ও সংশ্লিষ্ট কাজ সহ স্টোরেজ স্পেসের জন্য ইয়ার্ড উন্নয়ন,
প্রকল্প মূল্য ৫০ কোটি টাকা

এসএমপিএ–র (ফেজ–I) সামগ্রিক নদীতীর উন্নয়ন স্কীমে ২টি স্থানে সিঁড়ি নির্মাণ সহ হাওড়া ব্রিজ পাইলন থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত (৮৬০.০ মি.) তট সুরক্ষা কাজ,
প্রকল্প মূল্য ৩৬ কোটি টাকা

বীরভূম জেলায় ১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর ৫.৬৭৬ কিমি দৈর্ঘ্যের ৪–লেন দুবরাজপুর বাইপাস নির্মাণ,
দৈর্ঘ্য ৫.৬৭৬ কিমি, প্রকল্প মূল্য ৫৬১ কোটি টাকা

ইন্‌ডেনচার মেমোরিয়াল জেটি, কলকাতায় **রিভার ক্রুজ টার্মিনাল,**
প্রকল্প মূল্য ১৭ কোটি টাকা

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে [এইচডিসি, এসএমপিএ] বার্থ নং ৫–এর যান্ত্রিকীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ৩৪৪ কোটি টাকা

বাসকিউল ব্রিজের [কেডিএস, এসএমপিএ] নবীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ১১৮ কোটি টাকা

করবেন
নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

গৌরবময় উপস্থিতি

আর এন রবি
মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক

ভি সোমান্না
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও জলশক্তি মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

রভনীত সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ (রাজ্যসভা)

জুন মালিয়া
সাংসদ
লোকসভা (মেদিনীপুর)

মালা রায়
সাংসদ
লোকসভা (কলকাতা দক্ষিণ)

দীপক অধিকারী (দেব)
সাংসদ
লোকসভা (ঘাটাল)

মিতালি বাগ
সাংসদ
লোকসভা (আরামবাগ)

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংসদ
লোকসভা (কলকাতা উত্তর)

সৌমিত্র খাঁ
সাংসদ
লোকসভা (বিষ্ণুপুর)

ইউসুফ পাঠান
সাংসদ
লোকসভা (বহরমপুর)

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
সাংসদ
লোকসভা (তমলুক)

ডা. শর্মিলা সরকার
সাংসদ
লোকসভা (বর্ধমান পূর্ব)

কীর্তি আজাদ
সাংসদ
লোকসভা (বর্ধমান দুর্গাপুর)

কালিপদ সারেন খেরওয়াল
সাংসদ
লোকসভা (ঝাড়গ্রাম)

অসিত কুমার মাল
সাংসদ
লোকসভা (বোলপুর)

খলিলুর রহমান
সাংসদ
লোকসভা (জঙ্গীপুর)

বিদ্যুৎ বরণ মাহতো
সাংসদ
লোকসভা (জামশেদপুর)

শতাব্দী রায়
সাংসদ, লোকসভা (বীরভূম)

শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সাংসদ, লোকসভা (আসানসোল)

দুলু মাহতো
সাংসদ, লোকসভা (ধানবাদ)

জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
সাংসদ
লোকসভা (পুরুলিয়া)

মনোজ টিগ্গা
সাংসদ, লোকসভা (আলিপুরদুয়ার)

প্রকল্পের সুবিধা

- অত্যাধুনিক সুযোগ–সুবিধা
- উন্নত যাত্রী সুবিধা
- মার্জিত, আঞ্চলিক শিল্পকলায় সজ্জিত ভবন
- নিরাপদ ও অনায়াস যোগাযোগ
- সকলের জন্য সুবিধাজনক
- নিরাপদ, দ্রুত যাত্রা
- আঞ্চলিক যোগাযোগ
- আর্থিক উন্নতি
- শক্তিশালী সংযোগ
- পর্যটন বৃদ্ধি
- কৌশলগত গুরুত্ব

CBC 37107/15/0019/2526

শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে, বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

www.mygov.in www.morth.nic.in /MORTHindia /pages/Ministry-of-Road-Transport-and-Highways/

Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
(www.morth.nic.on)

National Highway Authority of India
(www.nhai.org)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA
Formerly Kolkata Port Trust

भाअजप्रा
IWAI